আমাদের ইংরেজি শেখা

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিয় ছাত্র ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ্

শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র সিংহ—

স্নেহাস্পদেষু

নিবেদন

সুপরিচিত প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস বিভিন্ন বিষয়ের পঠন-পাঠন সম্পর্কে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়া আমাদের ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি আশৈশব ইংরেজি পড়িতেছি, আঠার বৎসর কাল শিক্ষকতা করিতেছি। ইংরেজি কিছু কিছু লিখিয়াছি। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। আমার পক্ষে এইরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এই অনতিহ্রস্ব-কালব্যাপী চর্চ্চায় আমি অনেক জায়গায় ঠেকিয়াছি, অনেক ভুল করিয়াছি, এখনও করি। সুতরাং অক্ষম লোকের কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও তাহার বহু ভ্রান্তিকণ্টকিত অভিজ্ঞতার কিছু মূল্য থাকিতে পারে এই মনে করিয়া সুরেশবাবুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমি শিক্ষকতাকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, শিক্ষাদান শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই। সুতরাং যে বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কোন দিক্ দিয়াই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা দাবী করিতে পারি না। এই গ্রন্থের ভাবী পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে ইহাকে তাঁহারা যেন পণ্ডিতের, বিশেষজ্ঞের অভিমত বলিয়া মনে না করেন। ইংরেজি পড়িতে, পড়াইতে ও ইংরেজিতে লিখিতে

যাইয়া নিজে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়াছি ও যে সকল ভ্রম প্রসঙ্গে পতিত হইয়াছি তাহাদের কথা ভাবিয়া এই বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তৎসম্পর্কে চিন্তা করিয়াছি। এই গ্রন্থে তাহারই সন্নিবেশ করিলাম। যাঁহারা এই পথের পথিক তাঁহারা এই সকল মতামত বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। এই বিষয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির কৌতূহল জাগ্রত হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাদের বিস্তৃত বিচার করা হয় নাই। কেমন করিয়া ইংরেজি লিখিলে আমাদের রচনা শুদ্ধ হইতে পারে, এবং আমরা ইংরেজি সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে পারি—এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে আমার নিজের যাহা মনে হইয়াছে তাহার একটা খসড়া উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন নাই। এই পুস্তিকায় উত্তম পুরুষ এক বচনের প্রয়োগ খুব বেশী করা হইয়াছে। পাঠক ইহার মধ্যে দুর্ব্বিনীত মনোভাবের পরিচয় পাইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি পণ্ডিত নহি, সুলেখক নহি, বিশেষজ্ঞও নহি। যে শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি নৈর্ব্যক্তিকভাবে শুধু বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহার বিচার করার সামর্থ্য আমার নাই। নিজের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই বিবরণ দিয়াছি, নিজের কাছে যে উপায় প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতেছে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। নিজের কথা সহজে সরল ভাবে বলিতে গেলে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ

অনিবার্য্য। ভরসা করি উদ্দেশ্য ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠক আমার দুঃসাহসিকতা মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থে নানা সম্প্রদায়ের ত্রুটির উল্লেখ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, সমালোচক, লেখক, শিক্ষক, ছাত্র, সংবাদপত্র-সেবী প্রভৃতির উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেছি। যিনি একটু মনোযোগ দিয়া বইখানি পড়িবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন আমি সেইরূপ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হই নাই। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গৌরবের সামগ্রী, তাহার প্রতি গভীর টান আছে বলিয়াই তাহার দোষ দর্শনের অধিকারও আমাদের আছে। যাঁহারা আমাদের দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন সংবাদপত্র-সেবীরা তাঁহাদের অন্যতম; তাঁহাদের দুই একটি ত্রুটির উল্লেখ করিলাম বলিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কখনও অভাব হয় নাই। আমি নিজে শিক্ষক, ছাত্র ও লেখক সম্প্রদায়ভুক্ত; সুতরাং তাঁহাদের নিন্দা আত্মনিন্দারই অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে পারি যে, যে সকল অশুদ্ধির দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটি আমার নিজের রচনা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছি। উন্নততর পন্থার আবিষ্কার করিতে হইলে বর্ত্তমানের গলদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেই হইবে। সেই জন্যই কাহারও কাহারও বিরুদ্ধ সমালোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। কাহারও সম্পর্কে আমার কোন বিরূপতা বা বিদ্বেষ নাই।

অনবধান বশতঃ দুই একটি গর্হিত মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ৫৯—৬৩ পৃষ্ঠার শিরোনামায় 'ইংরেজি পড়া'র পরিবর্ত্তে 'ইংরেজি লিখা' ছাপা হইয়াছে। ৬৪ পৃষ্ঠায় Percy Lubbock র নাম ঠিক মত ছাপা হয় নাই।

এই পুস্তকে যে সকল মত প্রকাশিত হইল তাহার কোন কোন অংশ Saturday Mail নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে একটি প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিয়াছিলাম।

এই গ্রন্থে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে; তদুপরি যদি এমন কোন মন্তব্য করিয়া থাকি যাহা রুচিবিগর্হিত বলিয়া মনে হইতে পারে আমি তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিনীত

১লা আষাঢ়, ১৩৫৩ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

Here therefore is the first distemper of learning,
when men study words and not matter.

Bacon

প্রথম প্রস্তাব—মুখবন্ধ

(১)

আমরা যে ইংরেজি শিখি তাহার কারণ পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের জয়। যদি ইংরেজ এদেশের রাজা না হইত তাহা হইলে আমরা হয়ত ইংরেজি শিখিতাম না; অন্ততঃ এতটা যত্ন লইয়া শিখিতাম না। এই রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক সত্য স্মরণ করা দরকার, কারণ ইহার সঙ্গে আমাদের আদর্শের বা আদর্শ-বিপর্য্যয়ের যোগ আছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে এদেশে স্বাদেশিকতার ভাব তেমন জাগিয়া উঠে নাই, কাজেই শিক্ষিত বাঙ্গালী তথা শিক্ষিত ভারতবাসা ভাল ইংরেজি লেখা ও ভাল ইংরেজি বলাকে আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, ইংরেজিতে স্বপ্নদেখার স্বপ্ন দেখিতেন। এমন কি ত্রিশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতিরা সাধারণতঃ বক্তৃতার সারাংশ অপেক্ষা ইংরেজি রচনার কারুকার্য্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্বদেশীর প্রাবল্যে এখন সে ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। এখন কংগ্রেসের সভায় সভাপতি ইংরেজিতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলে শ্রোতৃবর্গ চেঁচাইয়া উঠে—'হিন্দী! হিন্দী!' অনেক শিক্ষিত লোক মনে করেন যে ইংরেজি শিখার প্রয়োজন পরাধীন দেশের অন্যতম অভিশাপ মাত্র। বুড়োরা

আক্ষেপ করিয়া বলেন, এখনকার গ্রাজুয়েটরা একখানা দরখাস্ত শুদ্ধ ইংরেজিতে লিখিতে পারেন না। গ্রাজুয়েটদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, ইংরেজি বিশুদ্ধ না হইলে এমন কি ক্ষতি হইল ?

সুতরাং আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে ইংরেজি শিখিবার সার্থকতা কি ? শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজি ভাষাই প্রধান মাধ্যম। আমি যদি পাঞ্জাবী, গুজরাটি ও মাদ্রাজী দোকানদারকে চিঠি লিখিতে চাই, ইংরেজিতেই লিখিব। কোন দিন সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানী বা অন্য কোন জাতীয় ভাষা প্রচলিত হইবে কিনা জানি না। কিন্তু আপাততঃ ইংরেজির প্রয়োগ অপরিহার্য্য। এমন কি অবাঙ্গালা ভারতবাসী প্রধানতঃ ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হইতেছেন। ইহা ছাড়া আর একটি সার্থকতাও আছে। দেশ বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে প্রধান অবলম্বন ইংরেজি ভাষা। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ইংরেজির সাহায্যেই আহরণ করিতে হইবে। এতদতিরিক্ত আর একটি সার্থকতাও আছে। ইংরেজি সাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, ইংরেজি ভাষার উপর অধিকার জন্মাইলে অর্থাৎ ভাল করিয়া ইংরেজি শিখিলে আমাদের কল্পনার বিকাশ হইবে, আমাদের রসোপলব্ধি তীক্ষ্ণতর হইবে। শুধু ইংরেজি সাহিত্য কেন, ইউরোপের সকল দেশের

সাহিত্যের সেরা বইয়ের ইংরেজিতে ভাল অনুবাদ আছে; ইংরেজি ভাল করিয়া শিখিলে তাহাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে পারে। ইহা সত্য যে আজকাল বাঙ্গালীর অনুবাদ সাহিত্যও খুব পরিপুষ্ট হইতেছে; ফরাসী, রুশ প্রভৃতি দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা অনুবাদের অনুবাদ; সুতরাং তাহার মধ্যে নৈপুণ্যের পরিচয় থাকিলেও রস অনেকটা ফিকে হইয়া পড়ে। ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়া মুলের আস্বাদ অপেক্ষাকৃত নিবিড় হইতে পারে।

উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ইংরেজি শিখিবার তিনটি সার্থকতার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে:—

(১) দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য ইংরেজির প্রয়োগ অপরিহার্য্য।

(২) পশ্চিম দেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ইংরেজি জানা আবশ্যক।

(৩) ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে আমাদের রসোপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও পরিমার্জ্জিত হইতে পারে।

প্রথম দুই শ্রেণীকে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা ইংরেজি শিখিবেন কাজ চালাইবার জন্য, ইংরেজি শিখা ইঁহাদের পক্ষে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ নহে, ইঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে

পহুঁছিবার উপায় হিসাবে ইংরেজির চর্চ্চা করিবেন। যাঁহারা সাহিত্যরসিক তাঁহাদের পক্ষে ইংরেজি ভাল করিয়া জানাই আদর্শ। যদিও এই দুই শ্রেণী পৃথক্, তবু ইঁহাদের মধ্যে যে কোন সংযোগ নাই তাহা নহে। সাহিত্যের প্রধান গুণ সার্ব্বভৌমিকতা। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত লোকের সংখ্যা অগণিত, কিন্তু একেবারে সাহিত্যরসবিবর্জ্জিত লোক দুষ্প্রাপ্য। যে বৈজ্ঞানিক শুধু প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, তিনিও কোন কোন সময়ে রসের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইংরেজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন; বিলাতী অ-সাহিত্যিকদের মধ্যে Lord Keynes, Sir James Jeans প্রভৃতি সাহিত্যিকের মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। যে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক বা অর্থনীতিবিদ্ মোটামুটি ভাবে ইংরেজি শিখিয়াছেন তিনি Hamlet নাটকের সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারেন অথবা Donne, T. S. Eliot প্রভৃতি কবির দুরূহ কবিতার অর্থগ্রহণ করিতে না পারেন, কিন্তু Keatsর *To Autumn*, Coleridgeর *Ancient Mariner*র রস গ্রহণ করিতে কেন পারিবেন না? এইভাবে একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীতে মিশিয়া গেলেও বলা যাইতে পারে যে ইংরেজি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুইটি জাতি থাকিবে—একদল সাধারণভাবে ইংরেজি শিখিবে আর এক দল বিশেষভাবে ইংরেজি শিখিবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই শ্রেণীবিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(২)

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পূর্ব্বে উচ্চারণের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে চাই, কারণ উভয় শ্রেণীকেই ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সাহেবদের ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ অভ্যাস করার পক্ষপাতী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতফেরত; সুতরাং তাঁহারা বিলাতী কায়দার আমদানী করিতে চাহেন। আর এক শ্রেণীর লোক Daniel Jonesর অভিধান বা Oxford Dictionary দেখিয়া উচ্চারণ দুরস্ত করেন। আমার বিশ্বাস এই শ্রম অনেকখানিই পণ্ডশ্রম। আমার জনৈক বন্ধু বলেন যে, যিনি যত উচ্চারণের বাহাদুরি করেন, তিনি তত কম ইংরেজি জানেন। তাঁহার মত—Pronunciation is the last refuge of ignorance—উদ্ধারযোগ্য। আমাদের এইরূপ মত পোষণের একটি কারণ বোধ হয় এই যে আমরা উচ্চারণপটিয়ান্ নহি; অবশ্য তাঁহার কথা বাদ দিয়া বলিতে পারি যে আমি ভাল ইংরেজি জানি এইরূপ দাবীও কারতে পারি না। তবু উচ্চারণনৈপুণ্য বিষয়ে আমার ঔদাসীন্যের সমর্থনে সামান্য যুক্তিও আছে। তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের অর্থ কি? শেষ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে শিক্ষিত ইংরেজরা যে ভাবে শব্দের উচ্চারণ করেন আমরাও সেইভাবে উচ্চারণ করিলে আমাদের ইরেজি উচ্চারণ

বিশুদ্ধ হইবে। সুতরাং তাঁহাদের স্বরভঙ্গিমার অনুকরণই আমাদের আদর্শ হইবে। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে আদর্শ হিসাবে ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট আদর্শ; নিছক বহিরনুকরণ কপিমনোবৃত্তির পরিচায়ক। মানুষের বৈশিষ্ট্য তাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে; শুধু ভারবির কাব্যের নহে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান গৌরব অর্থগৌরব। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিকই হউন আর সাহিত্যিকই হউন তাঁহার শিক্ষার ছাপ থাকিবে তাঁহার চিন্তার উপরে অধিকারে, তিনি যে অর্থপূর্ণ সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন বা ব্যঞ্জিত করিতে পারেন তাহাই তাঁহার সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় দিবে। শুধু মানুষের কথা বলি কেন, কোন কোন পাখী মানুষের স্বরের অবিকল নকল করিতে পারে। কিন্তু পক্ষিজগতে আমরা মর্য্যাদা দিই তাহাদিগকেই যাহাদের কণ্ঠের স্বতঃস্ফুর্ত্ত মাধুর্য্য আমাদিগকে অভিভূত করে।

বাঙ্গালী ইংরেজি, ফরাসী, উড়িয়া, গুজরাটি, উর্দ্দু, হিন্দী যে ভাষাতেই কথা বলুক তাহার কণ্ঠের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিবেই; ইহার সঙ্গে লড়াই করিয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না। যাঁহারা উচ্চারণের বাহাদুরি করেন এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা দাবী করেন তাঁহাদের অধিকাংশের ইংরেজি বক্তৃতায় এমন স্বরবিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যে অনেক সময় তাঁহাদিগকে **ventriloquism** বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহারা ইংরেজি বলিলে ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্যের মাধুর্য্যের কোন পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতে

পারিতেছি না। আমি যাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত আছি তাঁহাদের মধ্যে এক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পাঠের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের সুষমার সন্ধান পাইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার কাছে Shakespeareর নাটক বা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি কোন অংশ পাঠ করিলেই যেন তাহার সৌন্দর্য্য অনেকখানি প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি; ইহা বিদেশীর অনুকরণ নহে। তিনি উচ্চারণের কসরৎ করেন নাই; তিনি Daniel Jonesর অভিধান বগলে করিয়া ফিরিতেন না।

আমার ধারণা যে উচ্চারণ সম্পর্কে মোটামুটি পারদর্শিতা অর্জ্জন করিলেই যথেস্ট। এই মোটামুটি পারদর্শিতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা একটু বিশদভাবে বলার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রথমে মনে রাখিতে হইবে আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় স্বরবর্ণের মাহাত্ম্য সমধিক। তাই এই ভাষায় লিখিত পদ্য (এবং গদ্যও) সুর করিয়া পড়িলে তাহার মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইংরেজি শব্দের প্রধান লক্ষণ উহার accent বা ঝোঁক। সুতরাং আমরা যে ভাবে রামায়ণ মহাভারত পড়ি, সেই ভাবে ইংরেজি পড়িলে উৎকট শোনাইবে। Accent খুব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করিতে পারি আর না পারি ইংরেজি শব্দ-বিন্যাসের এই মৌলিক গুণ ও বাঙ্গালা হইতে ইহার পার্থক্য স্মরণ রাখিয়া ইংরেজি পড়িলে মোটামুটি পারদর্শিতা লাভ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা

হইতেছে উচ্চারণের স্পষ্টতা। যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছি তাহা যদি স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করি তাহা হইলেই কথা বলার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইল। তাহাতে যদি সম্পূর্ণ বিলাতী ঢঙ না-ই থাকে এবং তাহা যদি **Phonetics** প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুগামী না হয় তাহা হইলে চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

উপরিলিখিত নিয়ম মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে অনেক শব্দের একটি প্রচলিত বিশিষ্ট উচ্চারণ-রূপ আছে এবং তাহা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এইখানেও মোটামুটিভাবে শুদ্ধ উচ্চারণ করিলেই চলিবে, খুব সূক্ষ্ম পারদর্শিতার আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইলে সময় ও শক্তির অপব্যবহার হইবে মাত্র। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইতে পারে। কবি **Vaughan**-কে 'ভঘ্যান' বলা নিন্দনীয়, কিন্তু **Donne**-কে 'ডান' না বলিলে (আমি এই নামটির সঠিক উচ্চারণ জানি না) অথবা **Plomer**-কে 'প্লুমার' না বলিলে ঠিক ততবড় অন্যায় হয় না। **But**-কে 'বুট' বলা অথবা **Put**-কে 'পাট' বলা অপরাধ ; কিন্তু **Horse**-এর '**r**'-এর কত ভগ্নাংশ উচ্চারিত হইবে এবং কত ভগ্নাংশ অনুচ্চারিত থাকিবে, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। এমনি করিয়া ভাবসম্পদকে প্রাধান্য দিয়া উচ্চারণকে তাহার যথাযোগ্য গৌণ স্থান দিলে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে। আর নিছক উচ্চারণ-নৈপুণ্যকে উদ্দেশ্য হিসাবে খাড়া করিলে অনুকরণ বৃত্তিরই চেষ্টা করা হইবে ; শিক্ষা ও

সংস্কৃতির মহত্তর আদর্শ ঝাপ্‌সা হইয়া যাইবে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে বাঙ্গালী সুস্থ সাধারণ জীব—হুরবোলা নহে।

(৩)

ইংরেজি শিখিবার সময় আরও দুই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকেই। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্য সমাজে অত্যুক্তির অভাব নাই। কিন্তু তবু মানিতে হইবে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে বাগ্‌বাহুল্য বা অলঙ্করণের যে স্থান আছে তাহা ইংরেজিতে নাই। অলঙ্করণ মাত্রই যে দোষাবহ তাহা বলিতেছি না। বরং শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন যে সভ্য, সংস্কৃতিমান্ মানুষের ধর্ম্মই এই যে, সে তাহার ভাবকে ঐশ্বর্য্যবান্ রূপ দিতে চেষ্টা করে। আমার বক্তব্য এই যে আমরা আমাদের ভাবের অভিব্যক্তিকে যেরূপ অলঙ্কৃত করিতে চাই, ইংরেজিতে তাহা মানানসই হয় না। ইংরেজিতে লক্ষ্য করিতে হইবে সরল, সংক্ষিপ্ত প্রকাশের দিকে। Where is the book that I gave you ? শুদ্ধ ইংরেজি ; কিন্তু আমার বলা উচিত—Where is the book I gave you ? Kinglake-এর Eothen গ্রন্থে একটি অর্দ্ধকল্পিত কথোপকথনের বর্ণনা আছে। এক ইংরেজের সঙ্গে জনৈক প্রাচ্য দেশীয় শাসনকর্ত্তার সাক্ষাৎ হয়, দোভাষী—একের কথা অপরের কাছে রূপান্তরিত করিয়া দেন। দোভাষী সাহেবের কথাকে কেমন করিয়া টানিয়া

বুনিয়া পরিবেশন করিলেন এবং শাসনকর্ত্তা বা পাশার কথাকে কেমন করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলেন তাহার খানিকটা নমুনা দিতেছি :—

"*Pasha*—The Englishman is welcome ; most blessed among hours is this, the hour of his coming. *Dragoman* (to the Traveller)—The Pasha pays you his compliments. *Traveller*—Give him my best compliments in return, and say I'm delighted to have the honour of seeing him. *Dragoman* (to the Pasha)—His Lordship, this Englishman, Lord of London, Scorner of Ireland, Suppressor of France, has quitted his Governments and left his enemies to breathe for a moment, and has crossed the broad waters in strict disguise, with a small but eternally faithful retinue of followers, in order that he might look upon the bright countenance of the Pasha among Pashas—the Pasha of the everlasting Pashalik of Karaghlookoldur. *Traveller* (to the Dragoman)—I wish to have the opinion of an unprejudiced Ottoman gentleman as to the prospects of our English Commerce and Manufactures ; just ask the Pasha to give me his views on the subject. *Pasha* (after having received the communication of the Dragoman)—The ships of the English swarm like flies ; their printed Calicoes cover the whole earth, and by the side of their swords the blades of Damascus are blades of grass. All India is but an item in the ledger-books of the merchants whose lumber-rooms are filled with ancient thrones !—Whirr ! Whirr ! all by wheels —Whiz ! Whiz ! all by steam ! *Dragoman*—The Pasha compliments the cutlery of England, and also the East India Company.

এই অনুচ্ছেদটিতে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে; প্রাচ্য দেশীয় ভাষাবিন্যাসে যে সমৃদ্ধি আছে তাহা ইংরেজ গ্রন্থকার উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের ভাষা বা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁহার উদ্দেশ্যও নহে। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি না থাকিলেও এই দৃষ্টান্তটি প্রণিধানযোগ্য। এখানে প্রাচ্য দেশীয় ও পাশ্চাত্য দেশীয় ভাষার পার্থক্যের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা ইংরেজি শিক্ষার্থী বাঙ্গালীকে স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের শিক্ষার্থীকে সর্ব্বপ্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে তাহাকে অনাবশ্যক উপমা বর্জ্জন করিতে হইবে, বাগ্‌বাহুল্যকে সংযত করিতে হইবে এবং রূপক ও অতিশয়োক্তির প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহা বিশেষ করিয়া সঙ্কুচিত করিতে হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী যে ইংরেজি লিখেন তাহার প্রধান দোষ—পুনরুক্তি, অনাবশ্যক শব্দের বিশেষ করিয়া বিশেষণের সমাবেশ ও অলঙ্কার প্রবণতা। আমরা ছোট কথা, সহজ কথা ও স্পষ্ট কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই। প্রায়শঃ দেখা যায় আমরা হত্যা করার মত গুরুতর ব্যাপারকে **kill**র মত একটি ছোট শব্দের দ্বারা প্রকাশ করি না, আমরা বলি **destroy the life of**। (কলিকাতা হাইকোর্টের অধুনাতন বিচারপতি) শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী অনেক দিন পূর্ব্বে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—**English Written by Indians**।

তিনি এই এই শ্রেণীর অপপ্রয়োগের একটি সুন্দর ফিরিস্তি দিয়াছেন—

" We do not work out our plans but ' translate our thoughts into actions,' do not begin to work but ' put our shoulder to the wheel,' and then do not feel delighted at the result, but ' experience a wave of satisfaction pass (!) through the length and breadth of the body.' We ' undergo great pain ' to ' acquaint ourselves with the intricacies of the English language, ' lay under contribution many help books, ' carry into effect ' many directions and then ' give ourselves up to despair ' when we find our hope of ' reaping the harvest of our endeavours ' ' vanish into thin air '."

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে আমাদের বিশেষ ঝোঁক হইতেছে বস্তুবাচক (concrete) শব্দ পরিত্যাগ করিয়া গুণবাচক ও ভাববাচক (abstract) শব্দ প্রয়োগ করার দিকে এবং এই রোগের নিদর্শন হিসাবেই তিনি উপরি-উদ্ধৃত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে শুধু যে গুণবাচক শব্দের প্রয়োগের নমুনাই রহিয়াছে তাহা নহে। তাহা হইতেও বেশী পরিচয় পাই অলঙ্কারবহুল, অতিশয়োক্তি-দুষ্ট, বাগবাহুল্যপূর্ণ রচনার; এবং অনেক সময় গুণবাচক শব্দের আতিশয্যও অলঙ্করণপ্রবণতারই পরিচয় দেয়। *

* এই রোগ শুধু যে আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। Bernard Shaw তাঁহার আধুনিকতম গ্রন্থে Pavlov সম্বন্ধে বলিতেছেন, " He devoted 25 years of his life to the study of Conditioned Reflexes, and gave the result to the world in 23 lectures translated into English by his colleague Dr. Anrep and published here in 1927. The book

আর একটি কথা স্মরণ রাখিলেও এই অলঙ্কার প্রবণতা সংযত করা সহজ হইবে। ইংরেজি বিদেশী ভাষা; আমাদের কল্পনার সহজ বিকাশ হয় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া। যদি ইংরেজিতে তাহা তর্জ্জমা করি তাহা হইলে তাহার মধ্যে খানিকটা অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়ে। আপত্তি হইতে পারে যে বাঙ্গালীর সকল রকম ইংরেজি রচনার মধ্যেই তো এই অস্বাভাবিকতা আছে। কিন্তু তাহা নহে। নিছক ভাব ও ভাবনার মধ্যে একটা সার্ব্বজনীনতা আছে; তাহার ভাষাগত, দেশগত কোন বিশিষ্ট রূপ নাই। এই কারণেই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইবে সহজ, সরল, অলঙ্কারবিবর্জ্জিত রচনা। আমাদের দেশে অনেক লেখক ইংরেজি লিখিয়া সমসাময়িকদের কাছে সুখ্যাতি পাইয়াছেন, ইংরেজরাও বাহবা দিয়াছেন। তাঁহারা ভাল ভাল শব্দ চয়ন করিয়াছেন, অতি নৈপুণ্যের সহিত বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু এখন পড়িয়া দেখি তাঁহাদের রচনা বাসি হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের রচনার সঙ্গে তুলনা করুন স্বর্গগত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি রচনা। গুরুদাস ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না; তিনি গণিতে

is entitled Conditioned Reflexes: an investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. This is an imposing title; but all it means is Our Habits: How We Acquire Them and How Our Brains Operate Them. . . . . . Its translator must not condescend to write that there are milestones on the Dover Road; but an announcement that a communicatory channel between the metropolis and the seaport is indicated by a series of equidistant petrifacts is equally clear if you know the language; and it looks much more dignified and learned." (*Everybody's Political What's What* p. 202).

এম্, এ পাশ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন অতি সহজ, সাধারণ ভাবে লিখিয়াছেন, কোথাও অলঙ্করণ-প্রচেষ্টা নাই, বাগ্‌বাহুল্য নাই। প্রথমে এইরূপ নিরাভরণ রচনাকে অক্ষমতার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অল্প একটু পড়িতে পড়িতেই অনেকটা অজ্ঞাতসারেই যেন মন রচনার মাধুর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

Anatole France রচনাবৈদগ্ধ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে একবার শ্রেষ্ঠ রচনার তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, **Lucidity, Lucidity, Lucidity**। বিখ্যাত বৈমানিক ও অভিনেতা **Robert Loraine Bernard Shaw**কে লিখিয়াছিলেন যে তিনি একখানা বই লিখিতে চাহেন; **Shaw** যেন লিখিবার কৌশল তাঁহাকে শিখাইয়া দেন। **Shaw** উত্তর দেন, তোমার বক্তব্য কথা তুমি সোজা করিয়া, স্পষ্ট করিয়া বল; রচনার কৌশলের কথা চিন্তা করিও না; উহা আপনা হইতে আসিবে। আপত্তি হইতে পারে, **Anatole France** ফরাসী লেখক ছিলেন, **Loraine** বাঙ্গালী ছিলেন না। সুতরাং এই সকল উপদেশ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমার বক্তব্য এই যে বিদেশী ভাষায় রচনা করিতে হইলে স্পষ্টতা, সরলতা বিশেষভাবে কাম্য এবং বাগ্‌বিভূতি যত্ন করিয়া পরিহার করিতে হইবে। সহজ, সরল রচনা অভ্যাস করিলে দেখা যাইবে যে, যে লেখকের কল্পনা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ তাঁহার লেখায় অলঙ্করণ অনিবার্য্যভাবে

আসিয়া পড়ে। এই জাতীয় অলঙ্করণই রচনার প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। আধুনিক কালে যে সকল ভারতবাসী ইংরেজিতে লিখিয়া থাকেন তন্মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর রচনা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, সংযত, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ; অথচ তাহার মধ্যে মাধুর্য্য বা সাবলীলতার অভাব নাই এবং অলঙ্কারেরও সুরুচিসম্মত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে চাই। ইংরেজি বিদেশী ভাষা। তাহার শব্দের অর্থ আমরা শিখি অভিধানের সাহায্যে, প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে নহে। কোন একটি শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র চোখের সামনে একটি ছবি উদিত হওয়ার পূর্ব্বে একটি অভিধানগত অর্থ মনে পড়ে। এই কারণেই অভিধানগত অর্থও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসে, বিশেষ করিয়া ভাব-বাচক বা গুণ-বাচক শব্দের অর্থ। The horse is a noble animal বলিলে horse বা animal-এর অর্থ স্পষ্ট হইলেও noble শব্দের ব্যঞ্জনা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। সেইজন্য আমাদের রচনায় বহু অনাবশ্যক এবং অনুপযোগী শব্দের আমদানী হয়। আমরা ছাত্রদের রচনা যখন পরীক্ষা করি তখন দেখিতে পাই যে ব্যাকরণ ভুল যতটা থাকুক আর না থাকুক তাহারা যাহা লিখিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া না বুঝিয়া লিখিয়াছে। বহু অপ্রয়োজনীয় শব্দের ভিড়ে লেখকের বক্তব্য ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। শুধু ছাত্রদের রচনা কেন, পরিণত ব্যক্তিদের রচনায়ও এই দোষ বহুল পরিমাণে দেখা

যায়। যাহাকে খবরের কাগজের ভাষা বা 'journalese' বলা হয় তাহার মধ্যে এই জাতীয় অর্থহীন শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া ইহার নমুনা দেখিতে পাই দেশী সংবাদ পত্রে সিনেমা বা খেলার বর্ণনায়। বিলাতী খবরের কাগজ হইতে কতকগুলি প্রচলিত গালভরা শব্দ গ্রহণ করিয়া সেই শব্দগুলিকে ঠিক পাশা খেলা বা লুডো খেলার দানের মত ছুড়িয়া মারা হয়, যেটা যেখানে যাইয়া ঠেকে; তাহাতে মোটামুটি বোঝা যায় হয়ত অমুক অভিনেতা ভাল অভিনয় করিয়াছেন বা অমুক খেলোয়াড় ভাল খেলিতে পারেন নাই। কিন্তু লেখক কি বিশেষ কথা বুঝাইবার জন্য কোন্ বিশেষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা রীতিও এই দোষের পোষকতা করে। ম্যাট্রিক হইতে এম্-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায়ই একটি বাঁধা প্রশ্ন থাকে—Substance লিখ; অর্থাৎ সারাংশ সংকলন কর। প্রশ্ন পত্রে যে গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ থাকে তাহার অর্থ পরীক্ষার্থীরা অনেকেই ভালভাবে বুঝিতে পারে না, খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টাও করে না, কারণ স্পষ্ট করিয়া লিখিতে গেলে ভুল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহারা নির্ব্বাচিত অংশটি হইতে কিছু বাদ দিয়া উহারই শব্দের অদল বদল করিয়া, প্রতিশব্দ দিয়া কোনরূপে লিখিয়া যায়। ঠিক কি অর্থ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত তাহা তাহারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে না, তাহারা কতখানি বুঝিতে পারিয়াছে তাহা

পরীক্ষকের পক্ষেও ধরা কঠিন। তবে মোটামুটি একরকম হইয়াছে মনে করিয়া তিনি পাশের নম্বর দেন। এই ভাবে অস্পষ্ট চিন্তা, অক্ষম রচনা নিরস্ত না হইয়া বরং প্রশ্রয়ই পাইতেছে।

আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে, যিনি ইংরেজি রচনা অভ্যাস করিতেছেন তিনি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেছেন তাহার অর্থ তিনি ঠিক করিয়া জানেন কিনা অথবা তিনি যে ভাবটি প্রকাশ করিতেছেন তাহার উপযোগী শব্দ তিনি জানেন কিনা। মনোনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিলে এই মারাত্মক দোষ দূর করা সম্ভব হইবে। প্রতি পদে ভাবিয়া দেখিলে চিন্তাশক্তি ও সমালোচনাশক্তি সদা জাগ্রত থাকিবে। একটি স্কুলের ভাল ছাত্রের কথা বলিতেছি। সে **school premises** কথাটা প্রায়ই শুনিয়াছে, আর দেখিয়াছে **First period, Second period** ইত্যাদি। বোধ হয় সে অস্পষ্ট ভাবে মনে করিয়া থাকিবে যে **premises period**-গুলির সমষ্টি। তাই সে একদিন এক দরখাস্ত লিখিল যাহার মধ্যে এই বাক্যটি ছিল—**We want permission to play a foot-ball match today after the school premises**। এই দৃষ্টান্তটি খুব মোটা রকমের, কারণ **premises** শব্দটি পদার্থ-বাচক, গুণবাচক নহে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি যত পরিপক্ক হইবে ততই আমরা পদার্থবাচক শব্দ ছাড়িয়া গুণব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করিব এবং সেইখানে অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট জ্ঞানের প্রকোপ

বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা, কারণ **premises** কথার অর্থ কি তাহা হাতে-নাতে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু **romantic, realistic, ideal, spiritual, transcendental, compromise, magnificent, sensuous, noble**—আমি এলোমেলো ভাবে কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিলাম—প্রভৃতির অর্থ তত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই জাতীয় শব্দ সম্পর্কে আমাদের সদাচকিত দৃষ্টি না থাকিলে আমাদের চিন্তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও রচনা অস্পষ্টতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। অবশ্য চিন্তার অস্পষ্টতা মাতৃভাষাশিক্ষায়ও পরিহার্য্য, কিন্তু বিদেশী ভাষায় অধিকার অর্জ্জন করিতে হইলে ইহার আশঙ্কা সমধিক হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর ইংরেজি শেখার সমস্যা ব্যাকরণ বা **idiom** শেখার সমস্যা বটেই, কিন্তু অন্যতম প্রধান সমস্যা হইতেছে অস্পষ্ট ভাব এবং অর্থহীন, অনুপযোগী শব্দ পরিহারের সমস্যা। সুতরাং ইহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন মনে করি।

আর একটি কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার করিব। বিশুদ্ধ ইংরেজি যাহাকে বলে তাহা যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি এবং তাহা যাহাতে রচনা করিতে পারি তজ্জন্য আমাদিগকে যত্নবান্ হইতে হইবে। কিন্তু এই বিষয়েও মোটামুটি পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ কেহ খুব খুঁৎখুঁতে; তাঁহারা কেবলই দোষ ধরিতে চাহেন। ইংরেজি সজীব, সচল ভাষা; আজ যাহা দোষাবহ কালই তাহা বড় বড় লেখকের রচনায়

পাওয়া যাইবে। নিয়ম রচিত হইতে হইতেই ভূরি ভূরি ব্যতিক্রমের নিদর্শন দেখা যাইবে। কাহাকে যে খাঁটি, অকৃত্রিম ভাষা বলিব ঠিক করা মুস্কিল, কোন্ জায়গায় shall-এর প্রয়োগ সাধু, কোন্ জায়গায় will-এর অপপ্রয়োগ হইল, কোথায় that কাটিয়া which বসাইবে, due to কোথায় owing to-র রাজ্যে অনধিকারপ্রবেশ করিল, none of-এর পরে কোন্ বচন হইবে স্থির করা বড় কঠিন। আমাদের দেশে কেহ কেহ ইহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া কূল কিনারা ঠিক করিতে চেষ্টিত হয়েন এবং কোন ইংরেজি রচনা দেখিলেই লাল পেন্সিল লইয়া বসিয়া যান! বিশুদ্ধ রচনার সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ আছে, সুতরাং এই জাতীয় অভিযান উচ্চারণ-কসরৎ হইতে ভাল। কিন্তু ইহারও বাড়াবাড়ি ভাল নহে। দুই চার জন রুচিবাগীশ shall ও will এবং that ও which-এর মধ্যে মীমাংসা করুন; সাধারণ লোকদের পক্ষে সাধারণ রকমের বিশুদ্ধিই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—ইংরেজি লিখা

(১)

সুদীর্ঘ মুখবন্ধের পর মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। পদ আগে না বাক্য আগে, পদ প্রধান না বাক্য প্রধান—ইহা লইয়া আমাদের দেশে মীমাংসক, বৈয়াকরণ প্রভৃতির মধ্যে বহু বিতণ্ডা হইয়াছে। সেই সকল তর্ককণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়াও বলিতে পারি যে দেশী ভাষায় শব্দের জ্ঞান ও বাক্যবিন্যাসের ভঙ্গি সহজভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অভ্যাস করা যায়। কিন্তু বিদেশী বাক্যবিন্যাস ঐরূপে অভ্যাস করা যায়না। 'জল' ও 'খাই' শিখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বলিতে শিখি—আমি জল খাই। কিন্তু ইংরেজির বচনভঙ্গি অন্য রকমের—আমি খাই জল (**I drink water**)। বিদেশী ভাষায় জ্ঞান বই হইতে আহৃত হয়, তার পর পদের সাহায্যে আমরা বাক্যযোজনা করিতে শিখি। (আমাদের ইংরেজি শেখার প্রধান দোষ এই যে আমরা শব্দ—**phrases, idioms** প্রভৃতি—প্রচুর পরিমাণে শিখি, কিন্তু ভাল করিয়া বাক্যগঠন করিতে শিখিনা।) খুব ছোট ছেলেরা যে সকল বই পড়ে তাহাদের মধ্যেও বহু শব্দের অবতারণা করা হয়। ছেলেরা ঐ-সকল শব্দের সাহায্যে বাক্য রচনা করিতে শিখেনা ; অথচ অনেক

গুলি শব্দ শিখিয়া ফেলে। ঐ শব্দগুলি বোঝার মত ইংরেজি শিক্ষার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ছাত্র বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও শব্দ শিখে—**phrases, idioms, proverbs, quotations** আরও কত কি। কিন্তু বাক্যগঠনের উপরে অধিকার জন্মায়না, এবং ভাল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় ঐসকল **phrases, idioms** প্রভৃতির প্রয়োগ অপরিজ্ঞাত থাকে। এইজন্য নানা কিম্ভূতকিমাকার বাক্যের নমুনা দেখা যায়। আমাদের দেশে **McMordie** প্রভৃতির **phrases** ও **idioms** সম্পর্কিত বইয়ের প্রচার খুব বেশী, সংবাদ পত্রের ইংরেজির প্রভাবও কম নহে। তাই কোন কর্ম্মচারীর মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি ছুটির দরখাস্ত দিলেন এই ভূমিকা করিয়া—**The hand that rocked the cradle has kicked the bucket**। অথবা কোন ছাত্র ঘন ঘন ম্যালেরিয়ার আক্রমণের কথা জানাইল এই ভাবে—**I have been for a long time a martyr to malaria**। এই দুইটি দৃষ্টান্তে বাক্যগঠনে কোন ভুল নাই, এইরূপ তর্ক তোলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের ইংরেজির কতকগুলি নমুনা একত্র করিলে দেখা যাইবে যে লেখকের শব্দ জানা আছে অনেক অথচ বাক্যগঠনের কৌশল আয়ত্ত হয় নাই। এই কারণে বাক্যগুলি শব্দের খিচুড়ি বলিয়া মনে হয়।

ছেলেবেলা হইতেই বাক্যগঠনের উপরে নজর দিতে হইবে। ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যে তাহার

মধ্যে শব্দবাহুল্য না থাকে। বাস্তব জীবনে আমরা যে সকল পদার্থ সচরাচর দেখি প্রথমে শুধু তাহাদেরই নাম শিখিলে চলিবে এবং বেশী জোর দিতে হইবে এই সকল শব্দের সাহায্যে বাক্য-রচনাকৌশল শিখিবার উপরে। মনে রাখিতে হইবে বাক্যের মেরুদণ্ড ক্রিয়াপদ। আমরা ইংরেজি ভাষায় ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করিতে যথোচিত যত্ন লইনা। ফলে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে বি-এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একই জাতীয় ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কতকগুলি সচরাচর-দৃষ্ট ভুলের ফিরিস্তি দিতেছি :—

(১) প্রথমতঃ নিছক বর্ত্তমান কালের প্রয়োগে আমরা সিদ্ধহস্ত হইনা। **I go, you go, he** goes, **they go**—এই প্রয়োগগুলি সহজ। কিন্তু ভাল করিয়া অভ্যাস হয়না বলিয়া যেখানে শুধু সহজ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ করা উচিত সেইখানে **Present continuous—I am going,** অথবা **Present perfect—I have gone** প্রভৃতির প্রয়োগ করি। অপরিপক্ক ছাত্রছাত্রীদের রচনার তো কথাই নাই, পরিণতবুদ্ধি শিক্ষিত লোকের রচনায়ও এই ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ বাল্যকালে যখন ইহার অভ্যাস ভাল করিয়া করা উচিত ছিল, তখন আমরা নূতন নূতন শব্দ শিখিয়াছি, তারপর শিখিয়াছি—**phrases** ও **idioms ;** যাহা সব চেয়ে প্রাথমিক এবং বোধ হয় সব চেয়ে সহজ তাহার অভ্যাস করি নাই।

(২) অনেক সময় বর্ত্তমান কালের পরিবর্ত্তে অতীত কালের প্রয়োগও দেখা যায়। বর্ত্তমান ও অতীত কালের আর একটি বিভ্রমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। রচনা একটু দীর্ঘ হইলেই দেখা যায় যে লেখক আরম্ভ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ করিয়া কিন্তু তারপর একই বিষয়ের বর্ণনায় অতীত কালে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। মধ্যে **Present continuous** ও **Present perfect**র প্রয়োগ তো হইয়াছেই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় আমরা বর্ত্তমান কালকে অতিশয় আটপৌরে মনে করি; তাই অন্যান্য কালের প্রয়োগের দ্বারা রচনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করি।

(৩) ইংরেজিতে সকর্ম্মক ক্রিয়া বা **Transitive verb** র পরে একটা কর্ম্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন। খুব চলতি কথাবার্ত্তায় **I eat** বা **I read** বলা যায় বটে, কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম্মের অর্থাৎ **object** র উল্লেখ না করা অপরাধ।

(৪) আর একটি মারাত্মক ভুলের পরিচয় পাওয়া যায় অকর্ম্মক ক্রিয়ার প্রয়োগে। অনেক সময় অকর্ম্মক ক্রিয়ার সকর্ম্মক প্রয়োগ করা হয়। ইহার সব চেয়ে বেশী দৃষ্টান্ত দেখা যায় অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্যে প্রয়োগে অর্থাৎ **Intransitive verb** র **Passive voice**-এ প্রয়োগে। **Is failed, Is fallen** প্রভৃতির প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নিছক বর্ত্তমান কাল বা নিছক অতীত কালের প্রয়োগ খুব আটপৌরে বলিয়া মনে হওয়ায় আমরা একটি **auxiliary**

verb যোগ করিয়া দিয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাই। যখন **Present perfect, Present continuous, Past perfect** বা **Past continuous** র অভাব হয় তখনই অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্যে প্রয়োগ করি।

(৫) উপরে যে সকল ভুলের নির্দ্দেশ করা হইল সেই প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আমরা শুধু অতীতও ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হই। যেখানে নিছক অতীত কালের প্রয়োগ সাধু হইবে সেইখানে অনাবশ্যক **'had' auxiliary verb** র আমদানি করি। আবার যেখানে একটি অতীতের পূর্ব্বে আর একটি অতীতের উল্লেখ হয় তথায় **had** র প্রয়োগ করি না।

(৬) **—ing** র প্রয়োগেও যথেষ্ট ভুল দেখা যায়। প্রথমতঃ যেখানে **Continuous tense** হইবে না সেইখানে **Continuous tense** র প্রয়োগ করা হয়। আবার কোন কোন জায়গায় যেখানে **—ing** প্রয়োগ করা হয় সেইখানে পূর্ব্বের **auxiliary** র প্রয়োগ করিতে ভুল হইয়া যায়।

(৭) আর একটি ভুল পূর্ব্বোক্ত ভুল হইতে কম দেখা গেলেও একেবারে বিরল নহে। প্রথম পুরুষ এক বচনে (**First person singular**) বর্ত্তমান কালে ক্রিয়ার সঙ্গে **'s'** যোগ করিতে হয়। নিয়মটি খুব সহজ, নীচের ক্লাশের ছাত্রও ইহা জানে, কিন্তু উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরাও সুদীর্ঘ বাক্য রচনা করিতে যাইয়া এই বিষয়ে ভুল করিয়া বসে। এই ভুলটি বেশী

করিয়া দেখা যায় সেই সকল বাক্যে যেখানে ক্রিয়াপদ কর্ত্তৃপদ হইতে একটু দূরে বসিয়াছে।

(৮) **Shall** ও **will** সম্পর্কিত গোলমালের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে শুধু একটি অপপ্রয়োগের কথা বলিতে চাই। যেমন নিছক বর্ত্তমান কালের ব্যবহারে আমাদের অরুচি আছে তেমনি নিছক ভবিষ্যৎকালও যেন আমরা লিখিয়া উঠিতে পারি না। সেই জন্য যেখানে **will go** বলা প্রয়োজন, সেইখানে আমরা লিখি **would go** অথবা **should go**; বোধ হয় আমাদের ধারণা যে এইভাবে আমাদের ভাষা গৌরব লাভ করিবে। **May** ও **can** সম্পর্কেও এই কথা খাঁটে; অনাবশ্যক-ভাবে আমরা **might** বা **could**র প্রয়োগ করি।

(৯) ক্রিয়ার আর একটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—প্রশ্নবাচক বাক্যে। ক্রিয়া যে পূর্ব্বগামী হয় তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

(১০) সব চেয়ে বেশী ভুল আমরা করি **Indirect narration** বা পরোক্ষ উক্তিতে। অতীত কালের সঙ্গে অতীত কালের সংযোগ দেখাইতে এবং প্রশ্নবাচক বাক্য হইতে প্রশ্নসূচক চিহ্ন তুলিয়া লইতে আমরা ভুল করি। আর একটি ভুল ক্রিয়া সম্পর্কিত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য—তাহা হইতেছে—**double connective** অর্থাৎ **that how, that why, that when, that whether**—প্রভৃতির প্রয়োগ। এই শেষোক্ত ভুল শিক্ষিত লোকের রচনায়ও দেখা যায়। এই সব ভুলগুলি

একত্র করিলে এই জাতীয় ভ্রমাত্মক বাক্য দাঁড়ায়—**He asked me that how have I come here ?** যাঁহারা ইস্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন তাঁহারাই জানেন এই শ্রেণীর ভুল কত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

(১১) দুইটি ক্রিয়ার অপপ্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়—**say** র পর অনুজ্ঞাসূচক শব্দের যোজনা অথবা **call**র পর **that** প্রভৃতির প্রয়োগ। খুব সচরাচরদৃষ্ট নমুনা এই—**he said to me to do this, he called me that** অথবা **he called me as a**…।

(২)

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াপদঘটিত ভ্রান্তি মজ্জাগত হইয়া গেলে বিশুদ্ধ ইংরেজি শেখা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ছাড়িয়া দিলেও আরও কতগুলি ভুল আছে যাহা সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু যাহা শোধরান অপেক্ষাকৃত সহজ। নীচে তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

Theর অপপ্রয়োগ সুবিদিত। আমরা **Common noun**র পূর্ব্বে **the** র প্রয়োগ করি না আবার **Abstract noun** ও **Material noun**র পূর্ব্বে **the** বসাইয়া দিই।

Adjectiveর পূর্ব্বে theর প্রয়োগ করিলে তাহা বহুবচনান্ত বিশেষ্যের অর্থ বুঝায়, কিন্তু আমরা তাহার প্রতি লক্ষ্য করি না। তাই নিম্নলিখিত অপপ্রয়োগ তিনটির বহুল প্রচলন দেখা যায়—poors, poor (poor men অর্থে), the poor men। প্রথমটি নিতান্ত অজ্ঞ লোকের রচনায় পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অপপ্রয়োগ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও করিরা থাকেন। Adjective কে comparative degreeতে ব্যবহার করি অথচ thanর প্রয়োগ করি না, অথবা thanর প্রয়োগ করি কিন্তু comparative degreeর প্রয়োগ করি না।

তৃতীয়তঃ, Preposition ও Conjunctionর প্রয়োগ। আমাদের দেশে Appropriate preposition মুখস্থ করিবার রীতি আছে। যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা হয়ত কখনও ব্যবহার করিবেন না তাহাদের সঙ্গে ঠিক কোন্ preposition মানানসই হইবে তাহা জোর করিয়া পড়ান হয় এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা তাহা উদ্গীরণ করিয়া পাশ করিয়া থাকে। অথচ নিত্যব্যবহার্য্য বাক্যে যে সকল prepositionর প্রয়োগ করা দরকার হয় তাহাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাহারা সচেতন হয় না। ইস্কুলের ছেলেও জানে impervious, oblivious প্রভৃতি শব্দের পরে কোন preposition উপযোগী হইবে, কিন্তু গতিমূলক ক্রিয়াপদ (Verb of motion) ব্যবহার করিলে তাহার সঙ্গে

যে in না বসিয়া to বসিবে সেই সম্পর্কে কলেজের ছাত্রেরাও নিঃসন্দেহ নহে। তাই I come in Calcutta-জাতায় বাক্যের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। By এবং with র ব্যবহারে পার্থক্যও সহজে আয়ত্ত হয় না, যেখানে with প্রযোজ্য, সেইখানে প্রায়ই by লিখিত হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি ত্রুটির প্রতিও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। Transitive verb বা সকর্ম্মক ক্রিয়ার ন্যায় prepositionর সঙ্গে object বা কর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক; কিন্তু কোথাও কোথাও দেখিতে পাই যে preposition আছে, কিন্তু তাহার object বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

তারপর, আমরা সরল বাক্যের কৌশল আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বেই যৌগিক ও জটিল বাক্যরচনায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ি এবং শব্দের অর্থ বা প্রয়োগ ভাল করিয়া জানিবার পূর্ব্বেই phraseর মোহে পড়ি। Conjunction ও preposition ঘটিত phrase লইয়া আমরা বহু গোলযোগের সৃষ্টি করি। As to, as if, as it were প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে যাইয়া আমরা নানা কিম্ভূতকিমাকার বাক্য রচনা করি। Conjunction ঘটিত phrase সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিতে চাই। জাঁকাল যৌগিক বাক্যের প্রতি বোধ হয় আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। তাই Not only......but, no sooner... than প্রভৃতি phrase প্রয়োগ করিয়া নানা জটিলতার মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া যাই; althoughর সঙ্গে yet যোগ না করিয়া

but যোগ করিয়া ফেলি। একটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব বেশী দেখিতে পাই ; তাহা ক্রিয়াপদ ও **conjunction** উভয়েরই অন্তর্গত। **If he had come, I should have gone** জাতীয় বাক্য শুদ্ধ। ইহাকে আমরা নানাভাবে বিকৃত করিয়া ফেলি। সচরাচর এই জাতীয় বাক্য এই ভাবে লিখিত হয়—**If he would have come, I should have gone.**

ভুলের ফিরিস্তি দিতে গেলে শেষ করা মুস্কিল। শিক্ষক ও পরীক্ষকের পক্ষে ইহার সন্ধান পাওয়া কঠিন নহে। আমি কতগুলি মোটা, সচরাচর-দৃষ্ট ভুলের তালিকা দিতেছি। এই জাতীয় আর একটি ভুলের নমুনা এখানে দেওয়া প্রয়োজন। ইহা হইতেছে ক্রিয়াপদের পক্ষে যে কয়টি বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের প্রয়োজন তদতিরিক্ত বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম বসান। খুব সাধারণতঃ এই ভুলটি এইরূপ আকারে দেখা দেয়—**He who reads he passes**। এইরূপ ছোট একটি বাক্য লিখিতে গেলে অনেকেই শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে, কিন্তু বাক্য দীর্ঘ ও জটিল হইয়া গেলে আমরা এই জাতীয় ভুল প্রায়ই করিয়া বসি।

উপরে যে সকল ত্রুটির কথা বলা হইল তাহা সবই ব্যাকরণ ঘটিত। **Idiom**-সম্পর্কে কোন কথা এই পর্য্যন্ত বলি নাই। আর এক জাতীয় রচনা-বিকৃতি আছে যাহা ঠিক **idiom** বা ব্যাকরণ সম্পর্কিত নহে অথচ তাহাও খুব মারাত্মক এবং তাহা খুব বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ইংরেজিতে সাধারণতঃ ইহাকে বলা হয়—**padding** অর্থাৎ অনাবশ্যক শব্দযোজনা করিয়া

রচনাকে ফাঁপাইয়া তোলা। এইখানেও **phrase**র উৎপাত খুব বেশী করিয়া দেখা যায়। **In the case of, unless and until, so far as this is concerned......, it may be said without fear of contradiction, with regard to, in respect of, as to**—এম্নি ধারা বহু অনাবশ্যক শব্দের দ্বারা আমাদের রচনা ভারাক্রান্ত হয়। আমার জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক একবার বলিয়াছিলেন যে অপরের রচনার সংক্ষিপ্তসার (substance) সংকলন না করিয়া নিজের রচনার সারসংকলন অভ্যাস করা উচিত। যাহা আমি দশ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লিখিয়াছি তাহা যদি তিন পৃষ্ঠায় সংকুচিত করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে padding বা অনাবশ্যক সম্প্রসারণদোষ দূর করা যায়। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত।

(৩)

এই পর্য্যন্ত ভুলের তালিকা সংকলন করা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই তালিকাকে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করা যায়। আমি শুধু কয়েকটি ভুলের নির্দ্দেশ দিলাম। আমার আসল উদ্দেশ্য ক্রিয়াপদঘটিত ভুলগুলির উপর জোর দেওয়া, কারণ ক্রিয়াপদকে অবলীলাক্রমে বসাইতে না শিখিলে, ইংরেজি শিক্ষার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন এই, কেমন করিয়া ভাল

ইংরেজি লিখা যায় ? কেহ কেহ বলেন, গোড়া হইতেই ছেলেদিগকে ইংরেজের লিখিত বই পড়িতে দেওয়া উচিত। ইংরেজি ইংরেজদের মাতৃভাষা ; ইংরেজরা বিশুদ্ধ ইংরেজি লিখিতে পারেন ; আমাদের ছেলেরা যদি তাহাই পড়ে, তবে তাহারা বিশুদ্ধ ইংরেজি শিখিতে পারিবে। আমি এইরূপ মত পোষণ করি না। ইংরেজের ছেলেরা ইংরেজি শিখে মাতৃভাষা হিসাবে, আমরা শিখি বিদেশী ভাষা হিসাবে। সুতরাং তাহাদের সমস্যা ও আমাদের সমস্যা এক নহে। আমি শুনিয়াছি যে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা যখন এদেশে বাংলা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েন তখন তাঁহারা যে সমস্ত জায়গায় আটকাইয়া যান তাহাদের একটি হইতেছে "জলখাবার" ও "খাবার জলের" মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ। আমাদের কোন শিশুরই এই দুইয়ের পার্থক্য লইয়া সমস্যা হয় না। ইংরেজদের লিখিত খুব ভাল ভাল শিশুপাঠ্য বই আছে ; তাহা পড়িলে উপকারও হইতে পারে। কিন্তু বাক্যের বাঁধুনি—যাহা আমাদের প্রধান সমস্যা—আয়ত্ত করা হইবে না। তারপর তাঁহাদের বইতে যে সমস্ত কাহিনী লিখিত হয় তাহা আমাদের ছেলেদের পক্ষে ঠিক উপযোগী নহে। তাঁহারা বড় দিনের উৎসবের বর্ণনা দেন, আমাদের ছেলেরা পূজার উৎসবের বর্ণনা অধিকতর আনন্দের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিবে। বিষয়বস্তুর অনুপযোগিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজদের লিখিত ইংরেজি বইতে দেখিতে পাই প্রতি পৃষ্ঠায় নূতন নূতন শব্দের অবতারণা করা হয় এবং তাহাদের প্রয়োগ দেখান হয়।

ইংরেজের লিখিত একখানা সুপ্রচলিত শিশুপাঠ্য বই দেখিতেছিলাম। উহা আট বৎসরবয়স্ক, ইস্কুলের নিম্নতম মানের (**Class III**) ছেলে পড়ে। তাহার মধ্যে **a cross elf, a black pompom** প্রভৃতি শব্দ আছে। বাঙ্গালী ছেলের অসুবিধা বাঙ্গালী লেখক বুঝিতে পারিবেন। কাজেই তাঁহাদের বইকে ভিত্তি করিয়াই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। শুধু বাঙ্গালী লেখককে মনে রাখিতে হইবে যে শব্দের প্রাচুর্য্য নহে, বাক্যের বিন্যাসই প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় এবং বাক্যের বিন্যাসে ক্রিয়াপদের স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাহা হইলে **idiomatic English** যথা সময়ে আয়ত্ত করা যাইবে এবং **idiom** এর প্রয়োগে একটু আধটু গলদ থাকিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।

প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে আমার আর একটি কথা বলার আছে। ইস্কুলের ছেলেদিগকে নানা জাতীয় ইংরেজি বই পড়িতে হয়---**Reader,** Translation, Grammar, **Composition** প্রভৃতি। অধিকাংশ বই বেশ মোটা; তাহাদের মধ্যে নানারকমের বিষয় থাকে এবং খুব বেশী জোর দেওয়া হয় **idiom** শিক্ষার উপর। আমার বক্তব্য এই যে সাহিত্যের **idiom** বা আদবকায়দা সাহিত্য পড়িয়াই জানা যায়, ব্যাকরণ বা Compositionর বই পড়িয়া নহে। এই সকল বড় বড় বই পড়িয়া ইস্কুলের ছাত্রদের বুদ্ধি ভারাক্রান্ত হয়, তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয়না। আমার মনে হয় ইস্কুলের প্রথম তিন চার বৎসর বইয়ের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইয়া

দেওয়া উচিত। তবু **Reader, Grammar** ও **Translation** থাকিবেই। এই সকল বিষয়ের বই যাহাতে খুব বড় না হয় এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে জটিলতা পরিহার করিয়া বাক্যগঠনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করান হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা হইলেই যথোপযুক্তরূপে গোড়াপত্তন করা হইবে। ক্রমে সরল বাক্যরচনা হইতে জটিল ও যৌগিক বাক্যের অবতারণা করিতে হইবে। যে ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিতে চলিয়াছে সে ভাষার গূঢ় আদবকায়দা না জানিলে কোন ক্ষতি নাই। অল্প কয়েকটি কথার সাহায্যে শুদ্ধ বাক্য রচনা শিখিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করা হইল।

এই জাতায় জ্ঞানলাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী অনুশীলন—অনুবাদ-চর্চ্চা। আমাদের বিশ্ববিত্থালয় ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম্‌-এ পর্য্যন্ত substance লিখার ব্যবস্থা না করিয়া যদি অনুবাদের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে অনেক বেশী উপকার হইত। বাংলা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদের বিশেষ উপযোগিতা এই যে উভয় ভাষায়ই শব্দ যোজনা করা হয় যুক্তির অনুসরণ করিয়া। যে কোন মিশ্র বা যৌগিক ইংরেজি বাক্যের পদবিন্যাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে ভাবে আমরা চিন্তা করি অনেকটা সেই ভাবেই একটির পর একটি শব্দ বসান হইয়াছে। বাঙ্গালার পদযোজনায়ও সেই একই পথ অনুসরণ করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন আধুনিক বাঙ্গালার

বাক্যবিন্যাস বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত হইয়াছে ইংরেজি **Syntax** র নিয়মের দ্বারা। অথচ দুই ভাষায় পার্থক্যও যথেষ্ট। এই সাদৃশ্য ও পার্থক্যের জন্য অনুবাদের সাহায্যে ইংরেজি শিখা খুব সহজ এবং এই ভাবে শিখিলে বাঁধুনি পাকা হইবে। ইংরেজি বাক্যগঠনের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালা বাক্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর বাক্যে উপনীত হইতে হইবে। আমরা যখন ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন ৺ব্রজেন্দ্র কুমার সেন লিখিত **Primary Lessons in Translation, Initial Lessons in Translation, Advanced Lessons in Translation** বইগুলিতে আমার ও আমার সহপাঠীদের বেশ উপকার হইত। এখন শিক্ষক, অভিভাবক ও **Text Book Committee**র পরীক্ষক হিসাবে এই শ্রেণীর বইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে; কিন্তু এখনকার বইগুলির মধ্যে বাক্যগঠন অপেক্ষা **idiom**-র প্রতি নজর বেশী দেওয়া হয় বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলিবেন এইভাবে বাক্যের অনুশীলন করিলে বাক্যের গঠন শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কি সাহিত্যশিক্ষার অঙ্গ? মনে রাখিতে হইবে সাহিত্যের উপলব্ধি সাহিত্যের মারফতেই হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না এবং আমরা এখন শুধু গোড়াপত্তন করিবার কথা বলিতেছি। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে প্রথমে বাক্যবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ চর্চ্চা করিয়া

অতঃপর উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে অনুবাদের অনুশীলন করিলে রসোপলব্ধি তীক্ষ্ণতর হইবে। আমার নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে আছে। অনুবাদপুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকদের রচনা হইতে যে সকল অনুচ্ছেদ সংকলিত হইয়াছিল তাহাদের অনুবাদ করিতে যে আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহার স্মৃতি আজও জাগরূক আছে। এক ভাষার সৌন্দর্য্য আর এক ভাষায় রূপান্তরিত করিতে গেলে যে সূক্ষ্ম রসোপলব্ধি হয় তাহার পরিচয় তখন পাইয়াছিলাম।

(৪)

শুধু অনুবাদ নহে দীর্ঘ মৌলিক রচনার অনুশীলনেরও বিশেষ সার্থকতা আছে। তবে প্রাথমিক অবস্থায়—অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত—মৌলিক রচনা শিক্ষায় নানাপ্রকার অসুবিধা আছে। পনের ষোল বৎসরের ছেলেদের নিকট মৌলিক চিন্তা প্রত্যাশা করা যায় না। তাহারা কতকগুলি আদর্শ রচনা মুখস্থ করিয়া রাখে; তারপর তাহাই অদল বদল করিয়া অথবা অদল বদল না করিয়া প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করে। 'গরু' সম্পর্কে যে রচনা মুখস্থ করিয়াছে তাহাই 'দয়া'র উপরে চাপাইয়া দেয়। কথিত আছে একবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় রচনার বিষয় ছিল—Your favourite hobby; ছাত্র বঙ্গদেশের জনৈক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ সম্পর্কে

এক রচনা প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছিল। 'hobby' অর্থ সে জানিত কিনা জানিনা; উত্তরপত্রে জীবনচরিতমূলক প্রবন্ধটিই লিখিয়া ফেলিল। এই রচনার জন্য ছেলেটিকে কত নম্বর দেওয়া হইয়াছিল সেই কাহিনী আরও কৌতুকাবহ; অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। এই বদ্ অভ্যাস দূর করিবার জন্য নূতন নিয়মে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় পত্রের অবতারণা করা হয়। যাঁহারা এই পত্রের পরিকল্পনা করেন তাঁহাদের একজনের সঙ্গে সেই সময়ে আমার এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল দুই একখানা এমন বই ছেলেরা পড়িবে যাহা হইতে প্রবন্ধ লিখিবার মালমশ্‌লা তাহারা সংগ্রহ করিবে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিবে। এই সকল বই হইতে প্রশ্নও সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে প্রত্যেক বৎসর না হউক প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সকল পাঠ্যপুস্তক বদলান হইবে; তাহা হইলে অর্থপুস্তকরচয়িতারা প্রশ্রয় পাইবেন না। প্রত্যেক বৎসর তিন খানার বেশী বই পাঠ্য করা হইবে না, যাহাতে প্রশ্নকর্ত্তা বইগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া আসল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন রচনা করিতে পারেন।

এই তো ছিল পরিকল্পনা। তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া কিরূপ বিকৃত হইয়াছে তাহা বিচার করা যাক্। বিশ্ববিদ্যালয় নিজে প্রকাশক; বিশ্ববিদ্যালয়ের বই প্রায় কায়েমি ভাবেই

থাকিবে। অন্যান্য প্রকাশকেরা তদ্বির করিতে সুরু করিলেন; সুতরাং সর্ব্বসমেত প্রতিবৎসর দশ এগার খানা বই নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। প্রশ্নকর্ত্তারা সামান্য পারিশ্রমিকের জন্য স্বল্প অবসরের মধ্যে এতগুলি বই পড়িতে পারেন না অথবা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা মোটামুটি ভাবে দেখিয়া পরিচ্ছেদের শিরোনামার প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রকাশকদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বইয়ের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন বন্ধ হইল। ইহাতে অর্থপুস্তকরচয়িতাদের খুব সুবিধা হইল। তাঁহারা পাঠ্য বইয়ের সংক্ষিপ্তসারমূলক কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিলেন। ছাত্রদের পক্ষেও সুবিধা হইল। এই সকল বই হইতে ব্যাখ্যা-মূলক কোন প্রশ্ন থাকেনা। সুতরাং মূল বই না পড়িয়া শুধু অর্থপুস্তক মুখস্থ করিয়া গেলেই চলে। এখন রব উঠিয়াছে—এই তৃতীয় পত্র পরিবর্জ্জন করা হউক; ইহা ছাত্রছাত্রীদের বোঝা বাড়ায় মাত্র।

আদর্শবিচ্যুতির ঔষধ আদর্শ-ত্যাগ নহে—আদর্শে প্রত্যাবর্ত্তন। এই প্রসঙ্গে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে পরিকল্পনা লইয়া এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তক প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তাহা অতিশয় উপযোগী এবং তাহার রক্ষণ ও সম্প্রসারণই বিধেয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রবেশিকা ও আই-এ পরাক্ষার্থীরা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের পক্ষে—বিশেষ করিয়া প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের

পক্ষে—মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করাও কঠিন। যদি দ্রুত পাঠের জন্য কতকগুলি বই নির্ব্বাচিত হয় তাহা হইলে তাহারা বৃহত্তর সাহিত্যজগতের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে। তাহাদের চিন্তাশক্তি অবলম্বনের সাহায্যে বিকশিত হইতে পারে এবং তাহারা স্বাধীন ভাবে লিখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে। এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। এই শেষোক্ত কাজটিই দুরূহ। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ইস্কুল বা কলেজে অধিক দিন শিক্ষকতা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র পঠন-পাঠনের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ছেলেমেয়েরা পাশ করিবার জন্য ব্যগ্র; তাহারা দেখে শিক্ষক যাহাই বলুননা কেন, সমস্ত প্রশ্নই অর্থপুস্তকের সাহায্যে উত্তর করা যাইবে। প্রশ্নের মধ্যে কতকগুলি থাকে সংক্ষিপ্ত সারসংকলনঘটিত—অমুক কবিতার মূল্য বক্তব্য অথবা **Critical appreciation** (ইহার অর্থ যাহাই হউক না কেন) লিখ অথবা অমুক প্রবন্ধে অমুক বিষয়ে গ্রন্থকার যাহা বলিতে চাহেন তাহা বিবৃত কর। আর কতকগুলি প্রশ্ন থাকে সাহিত্য সমালোচনামূলক; এই প্রশ্নগুলি সাহিত্য সম্পর্কে খুব সুপরিচিত বিষয় বা মতবাদকে আশ্রয় করে এবং আই-এ হইতে এম্-এ পর্য্যন্ত প্রায় এক প্রশ্নই থাকে। **Wordsworth**র প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, **Coleridge**র কাব্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান, ***Ancient Mariner*** কবিতায় যে নৈতিক উপদেশ আছে

তাহার সার্থকতা, Keatsর সৌন্দর্য্যবোধ—এই সকল প্রশ্ন বারংবার আই-এ, বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষাতে নির্ব্বাচিত হয়। বি-এ পরীক্ষায় Shakespeareর দুইখানা নাটক পাঠ্য থাকে। Shakespeare সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের কতকগুলি মত আছে যাহা সুবিদিত; সেই সকল মতগুলিকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। এই সকল প্রশ্ন উত্তর করিবার জন্য মূল বই পড়িবার দরকার হয় না, বইয়ের সম্পর্কে চিন্তা করিতে হয় না, নিজের ভাষার প্রয়োগ পর্য্যন্ত করিতে হয় না। প্রশ্নপত্র বিদ্যা জাহির করিবার স্থান নহে, ছাত্রদের উত্তর মৌলিক গবেষণা হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করারও কোন কারণ নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া কাজে হাত দিলেই দেখা যাইবে যে এমন প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব যাহার জবাব দিতে হইলে বই পড়িয়া চিন্তা করিয়া নিজের ভাষায় লিখিতে হয়। বঙ্গের বাহিরে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জাতীয় প্রশ্নপত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই অর্থপুস্তকের আধিপত্য নষ্ট করিয়া স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন রচনাকে উদ্বোধিত করিতে পারেন।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। Twelfth Night সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্ন থাকে, বিদূষক Feste সম্পর্কে রচনা লিখ, অথবা Shakespeareর বিদূষকদের সম্পর্কে রচনা লিখ। এই ভাবে প্রশ্ন না করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, নাটক হইতে Festeকে তুলিয়া লইলে নাটকের কি ক্ষতি

হইবে ? তাহা হইলে পরীক্ষার্থীকে একটু চিন্তা করিয়া লিখিতে হইবে ; শুধু অর্থপুস্তকের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। **Wordsworth**র ***Yarrow Unvisited*** সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রশ্ন থাকে :

(১) **Wordsworth**র প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা কর অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু।

(২) কবিতাটির সারাংশ লিখ অথবা **Critical appreciation** দেও।

(৩) শেষের দুই স্তবকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কর। এই শ্রেণীর প্রশ্নের সঙ্গে তুলনা করুন—

"The Swan, on still St. Mary's lake
Floats double, swan and shadow.

Scott, in quoting these lines from memory, substituted 'sweet' for 'still'. Do you think it was an improvement ?" না ভাবিয়া শুধু অর্থপুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। এই প্রশ্নটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই রকমের প্রশ্ন খুব বেশী দেখা যায় না।*

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের পাঠব্যবস্থা এইরূপ যে আমরা পড়ি অনেক, লিখি কম এবং

* পরিশিষ্ট দেখুন।

চিন্তা করি আরও কম। লিখিবার অভ্যাস বাড়ান উচিত এবং লিখন ও পঠনের সঙ্গে চিন্তার আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা উচিত। পড়ার সঙ্গে চিন্তাশক্তির সংযোগের কথা যথাসময়ে আলোচিত হইবে। এইখানে লিখার সঙ্গে সংযোগের একটি দিকের উল্লেখ করিতে চাই। আমরা ছাত্রছাত্রীদের লিখা শুদ্ধ করিয়া দিই, পরে দেখি তাহারা এক ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করে; এক দিন, দুই দিন, তিন দিন শুদ্ধ করি, তবু সেই একই ভুল। শিক্ষকজীবনের ইহা অন্যতম বিড়ম্বনা। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তির মূলে রহিয়াছে সক্রিয় চিন্তনের অভাব। ছাত্রছাত্রী শুনিয়া গেল যে এইরূপ প্রয়োগ ভ্রমাত্মক; কিন্তু যুক্তিটা মর্ম্মে প্রবেশ করিল না। আমাদের উচিত তাহাদের রচনার ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেওয়া এবং তারপর তাহারাই ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া পুনরায় রচনাকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিবে। এই পন্থা অবলম্বন করিলে তাহাদের চিন্তাশক্তি সক্রিয় হইবে এবং মজ্জাগত অভ্যাস দূরীভূত হইবে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইস্কুলে কলেজে যেখানে শত সহস্র ছাত্র লইয়া কারবার সেইখানে কাহারও খাতা একবারই দেখা কঠিন (আবার খাতা যখন দেখা হয় তখন ছাত্রকে পাওয়া শক্ত), সেইখানে শিক্ষক ছাত্রকে একবার ভুল দেখাইয়া দিবেন, তারপর সে শুদ্ধ করিবে, তারপর শিক্ষক পুনরায় তাহা দেখিবেন—এইরূপ পরিকল্পনা আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। কাহার পক্ষে কোন্ পরিকল্পনার

কতটুকু কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে—তাহা অবস্থানুসারে বিবেচ্য। এখানে শুধু প্রকৃষ্টতম পন্থারই নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ইংরেজি রচনা সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ইংরেজি রচনা কিরূপ হওয়া উচিত এই বিষয়ে নানা ভাল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ **Oxford University Press** হইতে প্রকাশিত *A Dictionary of Modern English Usage, The King's English* ও *A. B. C. of English Usage* এবং যাঁহারা একটু অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহাদের যে কোন একটি বিশেষ করিয়া প্রথমটি অবশ্যপাঠ্য। **Fowlera** *A Dictionary of Modern English Usage* অথবা অপর বই দুইটি সম্পর্কে একটি সতর্কবাণী জানাইয়া দিতে চাই। যিনি শরীরতত্ত্ব, বীজাণুতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব খুব ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি যদি ঐ সকল শাস্ত্রের কথা সর্ব্বদা ভাবেন তবে বীজাণু ও রোগের ভয়ে রাস্তায় বাহির হইতে পারিবেন না, ট্রামে রেলে চড়িতে পারিবেন না, কোন লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারিবেন না, কোন বাড়িতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার কেবলই ভয় হইবে—এই বুঝি রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করিল। তবু এই সকল শাস্ত্রের সার্থকতা আছে, যিনি এই সকল শাস্ত্র জানেন তিনি অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকিবেন

ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত খুঁৎখুঁতে হইলে তাঁহার জীবন দুর্ব্বিষহ হইবে। Fowlerর দৃষ্টি এত গভীর ও সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার রুচি এত অসহিষ্ণু যে কোথাও কোন ছিদ্র পাইলেই তিনি সেই রচনার দোষ দেখাইয়াছেন; অথচ তাঁহার যুক্তি এত অকাট্য যে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। **Fowler**র নির্দ্দেশ মাথায় রাখিয়া লিখিতে বসিলে কেহ এক ছত্রও লিখিতে পারিবেন না—কেবলই ভয় হইবে, এই বুঝি কোন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়া গেল। কিন্তু **Fowler**র আলোচনার সহিত পরিচিত হইলে ভ্রান্তিবিচ্যুতির সম্ভাবনা যে অনেক কমিয়া যাইবে সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে ইংরেজি খুব সজীব ভাষা। একে বহু সাহিত্যিক এই ভাষায় নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেছেন; তার পর ইংরেজের বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের জন্য, বিস্তারিত বাণিজ্যের জন্য, আমেরিকার সঙ্গে সংযোগের জন্য ইংরেজি ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও নূতন নূতন বলিবার ঢং প্রচার লাভ করিতেছে। এই জন্য শুদ্ধি-অশুদ্ধি, সৌষ্ঠব-অসৌষ্ঠবের মানদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন; এই বিপর্য্যয় ও বিস্তৃতির মধ্যে **Fowler** প্রভৃতি রুচিবাগীশ পণ্ডিতদের নির্দ্দেশ ও তিরস্কার অতিশয় মূল্যবান্ এবং প্রত্যেক বিদ্যার্থীর তাহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। এই জাতীয় অন্য যে সকল বই পড়িবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তন্মধ্যে **Sir Arthur Quiller-Couch**র *On The Art of Writing* বইখানি খুব ভাল বলিয়া মনে করি।

Quiller-Couchর রচনাভঙ্গি খুব সরস, তাহা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। তার পর Quiller-Couch খুব খুঁৎখুঁতে লোক নহেন। তিনি বিষয়টির মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কতকগুলি নিয়মের বোঝা না চাপাইয়া পাঠকের চিন্তাশক্তিকে উদ্রিক্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই বইখানি আমি সবাইকে পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। তিনি রচনা সম্পর্কে কতকগুলি মোটামুটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে খুব আটপৌরে বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু স্মরণ রাখার যোগ্য। সেই গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব ঃ—

(1) *Almost always prefer the concrete word to the abstract.*

(2) *Almost always prefer the direct word to the circumlocution.*

(3) *Generally use transitive verbs that strike their object: and use them in the active voice, eschewing the stationary passive, with its auxiliary* is's *and* was's, *and its participles getting into the light of your adjectives, which should be few. For, as a rough law, by his use of the straight verb and by his economy of adjectives you can tell a man's style, if it be masculine or neuter, writing or 'composition.'*

উপরি-উদ্ধৃত নির্দ্দেশের সবগুলিই যে মানিয়া লইতে হইবে এমন বলিতেছিনা। তবে ইহাদের প্রত্যেকটিই ভাবিয়া দেখার মত।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তীর যে প্রবন্ধের উল্লেখ করা

হইয়াছে অগ্রসর পাঠক তাহাও অতিশয় মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিবেন। এই প্রবন্ধটি এই বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। ইহা বিশেষ করিয়া ভারতবাসীর ইংরেজি রচনার সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

তৃতীয় প্রস্তাব—ইংরেজি পড়া

(১)

এই পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে রচনার কথাই বেশী করিয়া বলা হইয়াছে। এখন পঠন-পাঠনের উপরে দুই চারিটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব এবং এই প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের রস উপলব্ধির বিষয়ও আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে ইংরেজি শেখার গোড়াপত্তনের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহাদের শিক্ষার গোড়া দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহারা শুদ্ধাশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন তাঁহারাই সাহিত্য পাঠ করিয়া রস গ্রহণের অধিকারী হইয়াছেন। যিনি বাক্যবিন্যাস করিতে শিখেন নাই, যিনি শব্দের বহুল প্রয়োগকে সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া মনে করেন তাঁহার কাছে রসের নিবেদন—শিরসি মা লিখ মা লিখ। সাহিত্যের উপলব্ধি তাঁহার পক্ষেই সম্ভব যাঁহার অন্ততঃ মোটামুটি রকমের ভাষাজ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দেশে যাঁহারা ইংরেজি ও বাংলা উভয় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে অনেক ছাত্র ইংরেজি গল্প বা কবিতার অর্থগ্রহণ করিতে পারিতেছে না কিন্তু তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের নিগূঢ় রসের মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনার প্রধান অসুবিধা

এই যে নানা রকমের ছাত্র একই শ্রেণীতে ভিড় করিয়া বসে। সাহিত্যের উপলব্ধি ব্যক্তিগত উপলব্ধি ; তাহার মধ্যে যে সার্ব্ব-জনীন রস আছে তাহা পাঠককে একান্ত আপনার করিয়া অনুভব করিতে হইবে। দুইচার জন অধিকারীর মধ্যে তাহার আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে, দুই চার জন জিজ্ঞাসুর কাছে তাহা পরিবেশন করা যাইতে পারে, কারণ তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভবের স্পর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে শতাধিক ছাত্র থাকে—তাহাদের মধ্যে কাহারও ব্যাকরণজ্ঞান অসম্পূর্ণ, কাহারও বুদ্ধি ও উপলব্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, কাহারও কৌতূহল অদম্য, কেহ অন্যমনস্ক—সেইখানে রসের ব্যাখ্যা ও আলোচনা প্রায় অসম্ভব। তাই কেহ শুধু শব্দের অর্থ বলিয়া, কবিতা বা গল্পের সারসংকলন করিয়া, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় দাগ দিয়া কাজ সমাপ্ত করেন, কেহ জোরে চেঁচাইয়া ছেলেদের কোলাহল ডুবাইয়া দেন, কেহ দুই একটি চক্‌চকে চটকদার কথা বলিয়া অর্দ্ধ-অন্যমনস্কদিগের কৌতূহল জাগাইতে চেষ্টা করেন। এই সমস্যা শিক্ষার বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গ। সুতরাং এইখানে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের বিশেষ প্রসঙ্গটিকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজির মত বিদেশী সাহিত্যের অধ্যাপককেই ইহার অসুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা ভোগ করিতে হয় বলিয়া এইখানে এই বিষয়টির উল্লেখ করিলাম। সমাধানের ভার শিক্ষানায়কদের উপরে দিয়া আমাদের মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রস ব্যক্তিগত উপলব্ধির জিনিষ, ইহা প্রমাণ-পদার্থ নহে। আমরা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি যে কোন ঐতিহাসিক ব্যাপার কোন বিশেষ দিনে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে. কিন্তু কোন গল্প কি কবিতা কেন শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করি ইহার কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নাই। শেষ পর্য্যন্ত, আমার বক্তব্য এই হইবে যে আমার ইহা ভাল লাগিয়াছে : তুমি বলিবে, তোমার ইহা ভাল লাগে নাই। এই যে অভিরুচি—যাহা একান্ত ব্যক্তিগত—ইহাকে বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, বুদ্ধির দ্বারা আলোকিত করা যায়—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। এই উপলব্ধির সঞ্চার হয় অন্তরের নিভৃততম কন্দরে যেখানে বুদ্ধি ও অনুভূতিতে মিলিয়া এক জটিল রহস্যের সৃষ্টি করে। ইহা ভোটের ব্যাপারও নহে, নিছক তর্কশাস্ত্রের বিষয়ও নহে। অথচ এইখানে উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালেরও স্থান নাই। বহু লোকের অভিরুচির মধ্যে প্রায় সব সময়ই একটা সম্মিতি দেখিতে পাওয়া যায়। **Shakespeare** ও **Bernard Shaw**র কথাই বলুন আর আমাদের দেশের শরৎচন্দ্রের কথাই বলুন—আপামর জনসাধারণের অভিরুচিই তাঁহাদিগকে প্রথম অভিনন্দন জানাইয়াছিল। আবার ইহাও দেখা যায় সুপণ্ডিত সমালোচকদের যুক্তিপূর্ণ মত ও অ-বিদগ্ধ জনসাধারণের উপলব্ধি—ইহাদের মধ্যেও সংযোগের সূত্র আছে। অথচ যে কোন অশিক্ষিত সাধারণ লোক **Shakespeare**, বঙ্কিমচন্দ্র বা

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বটতলার লেখকের রচনা বা ডিটেকটিভ্ উপন্যাসকে অধিক পছন্দ করিবে। জনসাধারণের অস্পষ্ট অনুভূতিকে বিদগ্ধ সমালোচক স্পষ্টতা দান করেন এবং তাহাদের রুচিকে উন্নততর ক্ষেত্রে চালিত করেন। সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে ইহাই সবচেয়ে বড় সমস্যা—যাহা ভাল তাহাকে কেমন করিয়া চিনিব এবং কেমন করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে শিখিব। এই যে ভাল মন্দ চিনিয়া নেওয়া—ইহা যে রুচির অধিকারভুক্ত তাহা স্বয়ম্ভূ হইলেও তাহাকে অনুশীলনের দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে।

(২)

সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে প্রধান লক্ষণীয় বিষয়ঃ—রুচিকে কেমন করিয়া পরিমার্জ্জিত করা যায়। আমার বিশ্বাস সাহিত্যের বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রকে সাহিত্যতত্ত্ব বা Principles of Criticism সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতায় চর্চ্চার সার্থকতায় তেমন আস্থাবান্ নহেন। আমি যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার মত এই রকমের—সাহিত্যের প্রত্যেকটি টুক্রা একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি, অনন্য পদার্থ। তাহাকে সম্পূর্ণ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই জাতীয়

সমালোচনাভঙ্গির ইংরেজিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই Walter Patera সমালোচনায়। Pater প্রত্যেকটি উপলব্ধিকে একটি অনন্য সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতেন, এবং তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহার মাধুর্য্য আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতিভাবান্ সমালোচক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আলোচনা করিলে এই রীতি পরমাশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় সমালোচনার দোষ এই যে ইহা সকল সৃষ্টিকেই অপূর্ব্ব বলিয়া মানিয়া লয়, *Love's Labour's Lost*র প্রশস্তি পড়িয়া ভ্রম হয় ইহা *Hamlet*র সমপর্য্যায়ভুক্ত নাটক, যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রযোজ্য তাহা রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের উপর আরোপিত হয়, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া আসে। কিন্তু সাহিত্যের মূল উপাদান কি, কেমন করিয়া নীরস বস্তু সরসতা লাভ করে, কেমন করিয়া কবির সৃজনী প্রতিভা কাঁচা মাটি দিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে—এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিলে বিচারের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড পাওয়া যাইতে পারে এবং মুড়ি মুড়কির একমূল্য দেওয়া অসম্ভব হয়।

সকল সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়ই এই জাতীয় আলোচনার মূল্য আছে। আমাদের ইংরেজি পাঠে ইহা প্রায় অপরিহার্য্য। কারণ বিদেশী সাহিত্যের আলোচনায় বিদেশী ভাষাই খানিকটা অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে। তাই আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে যাহাতে আমাদের চিন্তা তীক্ষ্ণ

সুস্পষ্টতা লাভ করে। আর একটি অসুবিধা এই যে ইংরেজিতে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে ভাল বইয়ের নিতান্ত অভাব। ইউরোপীয় সমালোচনাশাস্ত্রে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছেন মনীষী **Aristotle**; তাঁহার মতামত ইংরেজি সমালোচনাকে খুব বেশী করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আমরা যাহারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির আওতায় বর্দ্ধিত হই নাই তাহাদের কাছেও **Aristotle** নমস্য বটে, তবুও তাঁহার সাহিত্যালোচনা ততটা প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ তিনি মাত্র এক শ্রেণীর নাটক দেখিয়া তৎসম্পর্কে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বের ক্রমবর্দ্ধমান নাটক বা সাহিত্য সম্পর্কে এই সকল সূত্রের প্রয়োগের উপযোগিতা সম্পর্কে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহার অপেক্ষাও মারাত্মক অসম্পূর্ণতা এই যে **Aristotle** সাহিত্যের অর্থ অপেক্ষা বহিরঙ্গের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন; সুতরাং কাব্যোপলব্ধি সম্পর্কে তাঁহার আলোচনার সার্থকতা খুব বেশী আছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। কাব্য ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর **philosophical**—এই জাতীয় কয়েকটি উক্তি বাদ দিলে তাঁহার গ্রন্থে এমন খুব কম জিনিষই আছে যাহা সাহিত্যতত্ত্বের উপরে আলোকসম্পাত করে। তাঁহার অনেক কথার খাঁটি অর্থ গ্রহণ করা এখন কঠিন; তজ্জন্য অসুবিধা আরও বাড়িয়া যায়। অধিকন্তু, যে দুই একটি সার্ব্বজনীন তথ্যের উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে তাহাদেরও গভীর বা ব্যাপক আলোচনা নাই।

Aristotleকে বাদ দিলেও ইউরোপীয় এবং ইংরেজি সাহিত্যে এমন কোন সাহিত্যতত্ত্ববিশারদের নাম করা যায় না যিনি আনন্দবর্দ্ধন, অভিনবগুপ্তের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে Dryden, Dr Johnson, Matthew Arnold প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় যুগে খানিকটা প্রাধান্য পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আলোচনা এত অগভীর যে এখন তাহা অনেকটা বাসি হইয়া গিয়াছে। এক Coleridgeর আলোচনার মধ্যে যথাযোগ্য গভীরতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু Coleridgeর অনন্যসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে সুদীর্ঘ, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার শক্তি ছিল না। সুতরাং তাঁহার রচনাও অসম্পূর্ণতাদোষদুষ্ট। আধুনিক কালে ইতালীয় দার্শনিক Croce খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুবাদক তাঁহাকে সাহিত্যতত্ত্বজগতের Columbus বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু Croceর বিচার খুব সূক্ষ্ম হইলেও যথেষ্ট ব্যাপক নহে; ইহা সাহিত্যকে নিছক অভিব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের দেশের পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলা যাইতে পারে যে Croce বাচ্য অর্থকে বাদ দিয়া ব্যঞ্জনার সন্ধান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতবাদ প্রথমে যতটা চমক লাগাইয়াছিল সেই পরিমাণে প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আধুনিক ইংরেজদের মধ্যে I. A. Richards ও T. S. Eliot খানিকটা আসর জমাইয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া

যথেষ্ট প্রচারকার্য্যও চালাইয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের নূতন কথা বলিবার, বিচার করিবার উৎসাহ যত বেশী, রসবোধ সেই পরিমাণে তীক্ষ্ণ নহে। ইঁহাদের রচনায় পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু রসোপলব্ধির পরিচয় ততটা সুস্পষ্ট নহে; অন্ততঃ ইঁহাদের আলোচনা ধ্বন্যালোক, অভিনবভারতীর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর এবং একটা গোষ্ঠির বাহিরে তাহা এখনও বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করিতে পারে নাই।

ইংরেজিতে সাহিত্যশাস্ত্রের প্রামাণ্য আলোচনার অভাব আছে বলিয়াই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে অতিশয় সজাগ হইতে হইবে। প্রথমতঃ, এই বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ সুস্পষ্ট চিন্তার সহায়ক তাহার অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমার মনে হয় বি-এ পরীক্ষার তৃতীয় পত্রে **Principles of Criticism**র প্রবর্ত্তন করা সঙ্গত। **Hudson**র ***An Introduction to the Study of Literature***, **Worsfold**র ***Judgment in Literature*** অথবা এই জাতীয় অন্য দুই একখানা গ্রন্থ পাঠ্য থাকা ভাল। সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। যিনি বিশেষজ্ঞতা লাভ করিতে চাহেন তিনি **Plato** প্রভৃতি প্রাচীন লেখক হইতে আরম্ভ করিয়া **Croce, Abercrombie, Richards** প্রভৃতির রচনার আলোচনা করিবেন। ইংরেজি সাহিত্য যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে **Croce** অবশ্যপাঠ্য, কারণ ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্র **Croce**র অধিক অগ্রসর হয় নাই।

আজকাল এই শাস্ত্রে এক শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিত হইতেছে যাহার মধ্যে **Marx**র দর্শন ও **Freud**র মনোবিজ্ঞানের প্রভাব খুব বেশী করিয়া দেখা যায়। এই জাতীয় লেখকদের মধ্যে **Christopher Caudwell** ও **Ralph Fox**র* লেখা সমাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের রচনা, বিশেষ করিয়া **Caudwell**র রচনা খুবই পাঠোপযোগী; কিন্তু এই জাতীয় রচনায় আমাদের জিজ্ঞাসা তৃপ্তি পায় না, কারণ **Marx**-বাদী ও **Freud**-বাদী কবিপ্রতিভার স্বরূপ আবিষ্কার করিতে চাহিলেও বেশী জোর দেন প্রতিভার বাহ্য পরিবেশ ও নিয়ামক শক্তি নিচয়ের উপর।

কিন্তু শুধু বই পড়িলেই এই বিষয়ে কোন লাভ হইবে না। বই পড়া অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় হইল চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত করা, নিজের অভিরুচিকে চিনিতে পারা। সাহিত্যরসপিপাসু কোন বই পড়িয়াই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে শিখিবেন—ইহা আমার ভাল লাগিল কি না এবং যদি ভাল লাগিয়া থাকে তবে কেন ভাল লাগিল? সাহিত্যশাস্ত্র সম্পর্কে ইংরেজিতে সর্ব্বজনপ্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব আছে বলিয়াই এই জাতীয় জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভব করা যায়। শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। বহুছাত্রসমন্বিত শ্রেণীতে এই সকল প্রশ্ন উদ্রিক্ত করা কঠিন, কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

* ইঁহার রচনায় Freudর প্রভাব প্রকট নহে।

ছোট ক্লাশে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আলোচনায় এই অনুসন্ধিৎসা সঞ্চারিত করা সম্ভব। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দেখা যায় যে প্রথমে তাহারা খুব সঙ্কোচ বোধ করে এবং যে উত্তর দেয় তাহা অতিশয় অস্পষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমে তাহাদের চিন্তার সাহসিকতা বাড়িয়া যায় এবং তাহাদের বিশ্লেষণ শক্তি জাগ্রত হয়। যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পায় যে যাহা ভাল লাগিয়াছে তাহার সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি নাই অথবা যে যুক্তি আছে তাহা মার্জ্জিতবুদ্ধি বা রুচির পরিচয় দেয় না তখন তাহারা নূতন করিয়া ভাবিতে শিখে। এইভাবে রুচি ও বিচারবুদ্ধি নবজীবন লাভ করে। প্রথমে এই জাতীয় প্রচেস্টা নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে এবং ছাত্র স্বাধীন আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া পরের মত গ্রহণ করিতে বেশী আগ্রহ দেখাইবে, কিন্তু অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহা সহজ হইবে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পড়িতে যত সময়ের অপব্যবহার করি তাহার অংশ মাত্র যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ব্যয় করি তাহা হইলে ভাল ইংরেজি শিখিতে পারি।

চিন্তার সুস্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা লাভের জন্য কোন কোন প্রদেশে একটি উপায় অবলম্বিত হয়; তাহার মধ্যে বেশ মৌলিকতা আছে। বি-এ এবং এম্-এ পরীক্ষায় একটি পত্র-বা পত্রাংশ থাকে যেখানে ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর মাতৃভাষায় লিখিতে হয়। দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও অনুরূপ একটি পত্র বা পত্রাংশ থাকে। এই পরিকল্পনাটা খুব অভিনব

এবং হয়ত ফলপ্রসূ হইতে পারে। মাতৃভাষায় অস্পষ্ট চিন্তার সম্ভাবনা কম এবং যেহেতু অপর দেশীয় সাহিত্যের কথা বুঝাইয়া দিতে হয় সেইজন্য মামুলি কথার জাল বিস্তারের অবকাশও বেশী নাই। কিন্তু এই বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই; সুতরাং জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না। ইংরেজি দর্শন বা ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে বাংলায় লিখিত যে সমস্ত প্রবন্ধ চোখে পড়িয়াছে তাহারা খুব আশাপ্রদ নহে; তাহাদের মধ্যে প্রাঞ্জলতার অভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই জাতীয় লেখার সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। যে পন্থা অপর প্রদেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় অবলম্বন করিয়াছে আমরাও তাহার অনুসরণ করিব কি না ইহা আমাদের শিক্ষানায়কেরা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম।*

(৩)

কি বই পড়িলে, কেমন করিয়া পড়িলে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, ইংরেজি সাহিত্যের উপরে অধিকার জন্মে? পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, যে সকল বই শুধু শব্দ

* সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালায় এই জাতীয় রচনা এই প্রথম। এই হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থখানি প্রত্যেক সাহিত্যামোদীর অবশ্য পাঠ্য।

কৌশলের ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ যাহা **phrases** ও **idioms** সম্পর্কে লিখিত আমি তাহাদিগকে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি। ইস্কুলে বিশেষ করিয়া ইস্কুলের নীচের শ্রেণীতে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ছেলেরা পড়ে তাহাদের মধ্যে খুব বেশী সংখ্যক শব্দ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ছেলেরা শব্দ ও **idiom**র প্রয়োগ শিখিবে সৎ সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইতে—ইহাই আমার মত। কিন্তু সৎসাহিত্য এক দিনেই সব পড়িয়া ফেলা যায় না; একটা শৃঙ্খলা বা পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম থাকা উচিত। ইস্কুলের ছেলেরা পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে দ্রুত পাঠের জন্য জীবনচরিত পড়িতে পারে এবং যে সব বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল জাগ্রত হয় সেই সকল বিষয়ের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত সুলিখিত বই পড়িতে পারে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর *Letters To A Daughter*—অথবা মিঃ মিনু মাসানি লিখিত *Our India* প্রভৃতি পুস্তকের কথা সহজেই মনে আসিবে। শিশুরা গল্প শুনিতে ভালবাসে, কিন্তু অমনি তাহাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ইহা কি সত্য? শিশুর মনে গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা গভীরতর প্রবৃত্তি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল। এই জন্যই অভিযানমূলক গল্প, ডিটেক্টিভ গল্প অপেক্ষা জীবনচরিত, দেশ-বিদেশের সরস বিবরণ, ঐতি-হাসিক কাহিনী অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করি।

ইহার পরে অর্থাৎ ছেলেরা যখন কলেজে পড়িতে আসিবে তখন তাহাদিগকে ইংরেজি নভেল পড়া অভ্যাস করা উচিত।

এই সময়ে কল্পনা উন্মেষিত হয় এবং অ-বাস্তব জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে আগ্রহ জন্মে। আমার ধারণা রসসাহিত্যে মানুষের মন প্রথম আকৃষ্ট হয় গল্পের দ্বারা, তারপর জীবন্ত চরিত্রের দ্বারা, তারপর আইডিয়ার দ্বারা এবং এই সবাইকে জড়াইয়া থাকে ব্যঞ্জনা যাহা ইহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং যে প্রথমে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতেছে তাহার পক্ষে উপন্যাসের মারফতে পরিচয় লাভ করাই ভাল। অধিকাংশ উপন্যাসেই গল্পের একটা প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান। কোন্ উপন্যাস পড়িব—ইহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে সাহিত্য-রসপিপাসুকে সেই সেই বই পড়িতে দেওয়া উচিত যাহারা রসোত্তীর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; সাহিত্যরসের সঙ্গে পরিচয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়াই সম্ভব। আধুনিক উপন্যাস সেইভাবে উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপরে কালের স্বীকৃতির ছাপ পড়ে নাই। অপর এক শ্রেণীর শিক্ষা-বিদ্রা বলেন, আধুনিক কালের লোক আধুনিক সাহিত্যের রসই ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাই পড়া উচিত। প্রাচীন কালের সঙ্গে আমাদের সংযোগ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সেই আমলের সাহিত্যের রস আমাদের মর্ম্মে সহজে প্রবেশ করিবে না। ইঁহারা আরও বলেন, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা সজীব ভাষা, যে ভাষায় আমরা লিখি বা কথাবার্ত্তা বলি সেই ভাষা। সুতরাং একান্ত আধুনিক কালের ইংরেজি উপন্যাস পড়িলে চল্‌তি ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় ঘটিবে;

প্রাচীন কালের উপন্যাসের এই উপযোগিতা নাই। আমার মত দ্বৌ কর্ত্তব্যৌ। প্রাচীন কালের উপন্যাস বলিতে আমি Malorya *Morte D' Arthur*, Lylyর *Euphues* বা Sidneyর *Arcadia*র কথা বলিতেছিনা। এমন কি যাঁহারা প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতেছেন তাঁহারা Fielding পর্য্যন্ত বাদ দিতে পারেন। কিন্তু Scott, Dickens, Thackeray, George Eliot, Stevenson, Hardy প্রভৃতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় সাহিত্যরসিক মাত্রেরই থাকা উচিত। অপর দিকে, আধুনিক উপন্যাস পড়িতে হইবে বলিয়া রোজই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া নূতন নূতন বই পড়িতে হইবে এমন কথা বলি না। আধুনিকদের মধ্যে যাহারা মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন—Galsworthy, Wells, Conrad (ইহাদিগকে আধুনিক বলা সঙ্গত হইবে কিনা জানিনা), Forster, Huxley, Virginia Woolf প্রভৃতির কথা বলিতেছি। শিক্ষক বা উপদেষ্টা শিক্ষার্থীকে উভয় শ্রেণীর কয়েকখানা নামজাদা উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবেন। তারপর জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর পক্ষে নিজের পথ বাছিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য একই সঙ্গে পড়ার অপর একটি সার্থকতা আছে। প্রাচীন ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে খুব উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে; তাহার সাহায্য লইলে বিদ্যার্থীর পথ সুগম হইবে। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের মত এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, খুব প্রামাণ্য

সমালোচনা রচিত হয় নাই। সুতরাং যদি সংবাদপত্রের **review**র দ্বারা চালিত না হই তাহা হইলে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনা-শক্তি অপেক্ষাকৃত অবাধে প্রযুক্ত হইবে।

উপন্যাস কেমন করিয়া পড়িতে হইবে তাহাও আর এক প্রশ্ন। কেহ কেহ মনে করেন যে অভিধান লইয়া প্রত্যেক অজানা শব্দের অর্থ দেখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এইভাবে আটশত নয়শত পৃষ্ঠার বই পড়িতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে আমি যে প্রস্তাবনা দিয়াছি তাহা মানিয়া লইলে ছাত্র-ছাত্রীদের শব্দজ্ঞান খুব বিস্তারিত হইবে না। সুতরাং তাহারা উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিলে এবং প্রত্যেক নূতন শব্দের অর্থ দেখিতে গেলে একখানা উপন্যাস পড়িতেই বৎসরাধিক কাল লাগিবে এবং তাহাতে রসগ্রহণেও বিলম্ব হইবে। আমি এইরূপ বিলম্বিত পাঠের পক্ষপাতী নহি। প্রত্যেক উপন্যাসকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। উপন্যাস খুব দ্রুতগতিতে পড়িয়া যাইতে হইবে, কাহিনীর বেগ আপনা হইতেই পাঠককে চালিত করিয়া লইবে, চরিত্রের রহস্য তাহার চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিবে। যেখানে কাহিনী বুঝিতে কষ্ট হইবে, অথবা চরিত্রের কোন রহস্য শব্দের আড়ালে ঢাকা পড়িবে সেইখানেই অভিধান হইতে অর্থ দেখিতে হইবে। অবিরতভাবে অভিধান দেখিলে অর্থগুলি মনের উপর দাগ বসাইতে পারিবে না এবং একটু পরেই পাঠকের মন হইতে তাহারা বিদূরিত হইবে।

অথচ যদি কাহিনীগত বা চরিত্রগত কোন রহস্যের সন্ধানের ফলে শব্দের অর্থ জানা যায় তাহা হইলে রসবোধের সঙ্গে সংযোগ থাকে বলিয়াই সেই অর্থ মনের মধ্যে গভীরভাবে অঙ্কিত হয় এবং ইহাই **phrase** ও **idiom** শিখার একমাত্র উপায়। **Bernard Shaw** কোন এক প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ শিক্ষা সম্ভব হয় দুই উপায়ে—বেতের দ্বারা এবং রসবোধকে উদ্বোধিত করিয়া। তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি, শব্দ বলুন, **phrase** বলুন, **idiom** বলুন—সাহিত্যের প্রয়োগের মারফতেই তাহা শিক্ষার্থীর চিত্তে মুদ্রিত হইবে। নচেৎ বেত প্রয়োগ করিতে হইবে। এই উপায়ে পড়িলে প্রথম উপন্যাস পড়িতে যে সময় লাগিবে, দ্বিতীয় উপন্যাস পড়িতে তদপেক্ষা কম সময় লাগিবে এবং রসোপলব্ধি ও ভাষাজ্ঞান উত্তরোত্তর উন্নীত হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে উপন্যাস পড়িবে কাহিনীর শেষ কথা জানার আগ্রহে কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইবে গল্প অপেক্ষা চরিত্রের রহস্যের আকর্ষণ বেশী তীব্র। তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যে পরিমাণে উপন্যাসগত চরিত্র জীবন্ত হইবে সেই পরিমাণে উপন্যাস শ্রেষ্ঠ হইবে। চরিত্রগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে জাগরূক হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিতে হইবে। এইভাবে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণ শক্তি পরিপুষ্ট হইলে সাহিত্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইবে। এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাহাও প্রকাশিত হইবে

এবং এইভাবে শিল্পীর শিল্পরহস্যও উদ্‌ঘাটিত হইবে। Jeannie Deans, Caleb Balderstone, Pickwick, Micawber, Soames Forsyte প্রভৃতি আমার প্রতিবেশীর মতই জীবন্ত, কিন্তু আমার প্রতিবেশী অপেক্ষা রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক—এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবে।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি উপন্যাসের পুরোভাগে থাকিলেও তাহারাই কোন উপন্যাসের সবখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে না। ইহাদের পশ্চাতে থাকে ঔপন্যাসিকের জীবনবেদ, জীবনসম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। সাহিত্যের সঙ্গে মতবাদের সম্পর্ক কি, সাহিত্যের মধ্যে কতটুকু অংশ নিছক অনুভূতি, কতটুকু অংশ বুদ্ধির অধিগম্য আইডিয়া বা ভাবনা, সেই কূটতর্কে এখানে প্রবেশ করিব না। এখানে ধরিয়া লইলাম সাহিত্য নিছক অনুভূতির অভিব্যক্তি নহে, তাহার মধ্যে অন্য উপাদানও আছে। উপন্যাসে আইডিয়ার প্রাধান্য থাকে, কারণ ঔপন্যাসিক কাহিনী সাজাইয়া দেন, তিনি বর্ণিত চরিত্র সম্পর্কে টিপ্পনী করেন এবং মাঝে মাঝে বক্তৃতা করেন। তাঁহার কোন সুচিন্তিত, সুপ্রমাণিত মতবাদ না থাকিতে পারে, হয়ত তিনি মাত্র একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া জীবনের স্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি অপ্রধান নহে, এবং তাহাই কাহিনী রচনা ও চরিত্রসৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্য দান করে। উপন্যাসের রস সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে কাহিনী ও চরিত্রকে অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে পহুঁছাইতে হইবে।

আর একটি জটিল প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন-বোধ করিতেছি। ঔপন্যাসিক বাস্তব জগতে কতকগুলি ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করেন; অনেক সময় কাহিনীর অধিকাংশই তিনি বাস্তব জীবন হইতে বা অপর কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার বিষয়বস্তু বা **matter**। ইহা লইয়া তাঁহার সৃজনী প্রতিভা সক্রিয় হয় এবং ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপ বা **form** দেয়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই রূপের অর্থাৎ **matter**র সহিত **form**র অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ রহিয়াছে; ইহারা মিলিত হইয়া উপন্যাস বা অন্য কোন রকমের শিল্পসৃষ্টিকে সমগ্রতা দান করে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির সীমা কোন্ পর্য্যন্ত, কোন্‌টি কোথায় পর্য্যবসিত হইয়া অপরটির জন্য জায়গা ছাড়িয়া দেয়, কোন্‌টির চরম প্রাধান্য থাকে—এইসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। কিন্তু আর্টের এই মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে পাঠকের অনুসন্ধিৎসা না থাকিলে শিল্পের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাইবে না। ইংরেজি উপন্যাস সম্পর্কে এই প্রশ্নের আলোচনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইংরেজি উপন্যাসের কাহিনী আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নহে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে **Hardy**র উপন্যাসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি। **Hardy** ইংলণ্ডের একটি বিশেষ প্রদেশের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের কথা লিখিয়াছেন, তাহাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, কথা বলিবার ভঙ্গি তাঁহার উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। ইহার

সঙ্গে আমাদের অনেকেরই কোনরূপ পরিচয় নাই ; ইংলণ্ডেই Hardyকে বলা হয় regional novelist অর্থাৎ তিনি একটি বিশিষ্ট প্রদেশের ঔপন্যাসিক। অথচ তাঁহার প্রতিভা প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট কাহিনীগুলিকে এমনভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে যে সর্ব্বদেশের লোক তাহাতে আনন্দলাভ করিতে পারে। যাহা একটি বিশেষ দেশের বিশেষ কালের কথা তাহা কেমন করিয়া সার্ব্বভৌমিক রূপ লাভ করিল তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে এবং পাঠকের দৃষ্টি যাহাতে এইদিকে নিবদ্ধ হয় সেই বিষয়ে শিক্ষক ও উপদেষ্টারা চেষ্টিত হইবেন। উপন্যাসের শিল্পকৌশল ও গঠনভঙ্গি লইয়া ইংরেজিতে অনেক সুপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। **E. M.** Forster-র *Aspects of the Novel* ও Edwin Muir-র *The Structure of the Novel* সাহিত্যরসিক মাত্রেরই পড়া উচিত। এই বিষয়ের সব চেয়ে সূক্ষ্ম বিচার আছে Percy Lubbuok-র *The Craft of Fiction* গ্রন্থে। ইহা অতিশয় দুরূহ ; অগ্রসর পাঠক পড়িয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন।

(৪)

নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সুতরাং উপন্যাস পাঠ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল তাহার

অনেকাংশই নাটক পাঠ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এখানে শুধু নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিব। অধিকাংশ নাটকে কাহিনীর বাহিরের ঘটনাকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। Drama শব্দটি আসিয়াছে—গ্রীক্ Drao হইতে; Drao অর্থ করা। রঙ্গমঞ্চে যে সকল ঘটনা অভিনীত হয় তাহাদের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া চরিত্রগুলি সজীবতা লাভ করে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। নাটকের আর একটি প্রধান উপাদান কথোপকথন; কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াই চরিত্র ফুটিয়া উঠে। Shawর নাটকে ঘটনা বা action না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহাকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; তথায় **discussion** বা আলোচনারই প্রাধান্য। কেমন করিয়া তর্ক, আলোচনা, কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া প্রতিভাবান্ শিল্পী চরিত্রকে বিকশিত করিয়া তোলেন তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। আমি বিশেষ করিয়া এই শিল্পকৌশলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনা শৈশব অতিক্রম করে নাই।

নাটকের আর একটি লক্ষণ এই যে তাহার মধ্যে নাট্যকার নিজে অবতীর্ণ হয়েন না অথচ অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যের ন্যায় নাট্যসাহিত্যও জীবনবেদের বা জীবনসম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আভাস দেয়। **Bernard Shaw** তো জোর গলায়ই বলিয়াছেন যে কতকগুলি মতের প্রচারের জন্যই তিনি নাটক লিখিয়াছেন, শুধু আর্টের জন্য তিনি একছত্র লিখিবার শ্রমও স্বীকার

করিতেন না। যাহা রঙ্গমঞ্চে নটনটী কর্ত্তৃক অভিনীত হইবার জন্য লিখিত হইতেছে, গ্রন্থকার যাহা হইতে আড়ালে আছেন তাহার মধ্যে কেমন করিয়া তাঁহার নিজস্ব মত বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়—ইহা নাটকের অন্যতম প্রধান রহস্য এবং পাঠক বা দর্শক এই রহস্যের অনুসন্ধান করিতে পারিলেই প্রকৃত অধিকারী হইবেন। নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে ইউরোপে যত আলোচনা-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে Aristotleর Poetics সমধিক প্রসিদ্ধ। তৎসম্পর্কে খানিকটা বিরুদ্ধ মত এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে। নানা অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও নাটক সম্পর্কে ইহা অতিশয় উপযোগী গ্রন্থ, তবে অনগ্রসর পাঠকের পক্ষে নহে। যিনি এই শাস্ত্রে কেবল প্রবেশ করিতেছেন তিনি Allardyce Nicollর The Theory of Drama পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

ইংরেজি নাটকের মধ্যে কোন্ কোন্ গ্রন্থ সাহিত্যরস-পিপাসু পড়িবেন সেই বিষয়ে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। Shakespeare পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত হয়েন। তাঁহার রচনা যে অবশ্যপাঠ্য তাহা না বলিলেও চলে। Shakespeare পড়ার অন্যতম সুবিধা এই যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য, শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের সমালোচনানৈপুণ্য এই বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং Shakespeare পাঠে শুধু যে Shakespeareর রচনার রসই আস্বাদন করা যায় তাহা নহে, ইংরেজি সাহিত্যের আরও অনেক কিছু জানা যায়। ইংরেজরা

Elizabethর যুগের অন্যান্য নাট্যকারদেরও খুব প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমার কাছে এই গুণব্যাখ্যান খুব অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। যিনি রসোপলব্ধির জন্য—ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য নহে—ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাঁহার পক্ষে Lyly হইতে Massinger পর্য্যন্ত নাট্যকারদের রচনায় মনোনিবেশ করার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। Congreve, Wycherley, Sheridan প্রভৃতির নাটক পাঠ সম্বার্থক হইবে না, কিন্তু আমার মনে হয় আধুনিক নাটকে পাঠক অধিকতর আনন্দ পাইবেন। আধুনিক নাটকের সঙ্গে আধুনিক বিদ্যাজগতের সংযোগ খুব বেশী। সেইদিক্ দিয়াও আধুনিক নাটক পাঠের সার্থকতা আছে। আমি ইচ্ছা করিয়াই এই পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য দেশের কোন সাহিত্যিকের নাম করি নাই, কারণ তাহা হইলে আলোচ্য বিষয় অনাবশ্যকভাবে জটিল হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে Ibsenর নাম অবশ্য স্মরণীয়। Ibsen শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নহেন, আধুনিক নাট্য জগতে তাঁহার প্রভাব অসীম। সুতরাং আধুনিক ইংরেজি নাটকের রস গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার রচনা অবশ্য পাঠ্য।

ইংরেজি সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর রচনা আছে যাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। তাহা হইতেছে Essay সাহিত্য। Essay বলিতে আমি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের কথা বলিতেছি না। সেই জাতীয় রচনার কথা বলিতেছি ফরাসী দেশে Montaigne যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন,

ইংলণ্ডে Bacon যাহার সূত্রপাত করিয়াছেন, Cowleyকে যাহার জনক বলা হয়, Lamb যাহাকে চরম উৎকর্ষে পঁহুছাইয়া দিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার খুব অভাব, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ইহা অন্যতম প্রধান সম্পদ্। ইহার মধ্যে থাকে খানিকটা কৌতুক, খানিকটা আজগুবি কল্পনা, খানিকটা আত্মচরিত এবং ইহাদের অন্তরালে থাকে একটি গভীর অনুভূতি বা চিন্তা যাহার দ্বারা ইহার ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হয়। ইহার রস খুব হাল্‌কা রকমের; বেশী করিয়া নিঙ্‌ড়াইতে গেলে ইহার মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য খুব প্রাথমিক পাঠকের পক্ষে ইহার রস গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না; ইহার মধ্যে যে গভীর চিন্তা বা অনুভূতির রেখা আছে তাহাকে মোটা করিয়া ফেলার প্রলোভন খুব বেশী হইবে, অথবা সমস্ত জিনিষটাই নিরর্থক প্রলাপ বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু যে পাঠক ইংরেজি সাহিত্যপাঠে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহার পক্ষে এই জাতীয় রচনা রসাস্বাদনের কষ্টিপাথর। আধুনিক কালে এই জাতীয় রচনার খুব প্রসার হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে E. V. Lucas, Hilaire Belloc, G. K. Chesterton, Sir John Squire প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৫)

এবার ইংরেজি কবিতার কথা আলোচনা করা যাক্। কবিতার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে তাহা জোরে পড়িবার অভ্যাস করা উচিত। প্রথম প্রস্তাবে আমি উচ্চারণপটুতাকে তেমন আমল দিই নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, খাঁটি ইংরেজি উচ্চারণ না শিখিলে ইংরেজি কবিতা জোরে পড়া কি সম্ভব এবং সেই পড়ার কি কোন সার্থকতা থাকিতে পারে? আমার বক্তব্য এই যে কাব্যের বৈশিষ্ট্য তাহার অর্থে ও ছন্দোমাধুর্য্যে। ছন্দের গতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা উপলব্ধি করার জন্য মোটামুটি ভাবে syllable বা পদ্যাংশের বিভাগ এবং তন্মধ্যে কোন্‌টির উপরে accent বা ঝোঁক পড়িবে ইহা জানিয়া লইলেই চলে। যে বিশিষ্ট ছন্দে কবিতাটি লিখিত হইয়াছে তাহা ধরা খুব কঠিন নহে এবং তাহা ধরিতে পারিলেই পদবিভাগেও কোথায় ঝোঁক দিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় যে কোন একটি ছন্দের নিয়ম প্রত্যেক পর্ব্বাঙ্গে সমানভাবে প্রয়োগ করিতে যাইয়া আমরা হয়ত এমন অংশে ঝোঁক দিব যেখানে ঝোঁক দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু কিছুদিন কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে কবিতা ছন্দের নিয়ম মানিয়া লইলেও তাহার ব্যতিক্রম সব সময়ই হইয়া থাকে এবং মোটামুটি ভাবে শব্দের বৈশিষ্ট্য, ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও অর্থের বৈশিষ্ট্য জানিয়া লইলে কাব্য জোরে পড়া সম্ভব ও সার্থক

হইতে পারে। আমি দেখিয়াছি যে উচ্চারণ খাঁটি বিলাতী না হইলেও বাঙ্গালী কাব্য-রসিকের পাঠ খুব হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন কাব্যের মধ্যে যে অংশ নিছক ছন্দের সৌন্দর্য্য তাহা বিদেশীর অধিগম্য নহে : বিদেশী শুধু অর্থগত মাধুর্য্যই উপলব্ধি করিতে পারে ; যাহাকে কাব্যে **rhythm** বা ধ্বনিসঙ্গতি বলা হয় তাহা তাহার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। এই মত আংশিক ভাবে সত্য এবং শুধু বাঙ্গালীর ইংরেজি পাঠ সম্পর্কেই প্রযোজ্য নহে ; যে কোন সাহিত্যরসিক অপর দেশীয় সাহিত্য পাঠ করিতে গেলেই স্মরণ রাখিবেন যে তিনি শুধু কাব্যের সার্ব্বভৌমিক তাৎপর্য্যই লক্ষ্য করিবেন, কাব্যের যে সৌন্দর্য্য সঙ্গীতধর্ম্মী তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে যে কাব্যের অর্থসম্পদ্ ও তাহার ছন্দোমাধুরী নিঃসম্পর্কিত নহে। এমন কবি আছেন যিনি অর্থের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ছন্দের কারুকার্য্যের প্রতি বেশী নজর দেন, আবার কোন কোন কবি হয়ত গভীর ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ছন্দের উপরে তেমন অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধারণতঃ কাব্যে ছন্দোনৈপুণ্য ও অর্থগৌরব প্রায় পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের মতই সংযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ছন্দের খানিকটা রহস্য বিদেশীর অনধিগম্য হইলেও ইহাকে বাদ দিলে চলিবে না।

ছন্দের মাধুর্য্য প্রথমে কান দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়

এবং তৎপর তাহা মর্ম্মে প্রবেশ করে। ইহাই কাব্য জোরে পড়িবার সার্থকতা। কোন কবিতা জোরে পড়িলে তাহার সুর, তাল ও লয়ের সমন্বয়ে এমন একটা ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয় যাহা হৃদয়ে স্পন্দিত হয় এবং এই ভাবেই কাব্যের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ছন্দের ঝঙ্কারে একটা অনুরণন সঞ্চারিত হয় যাহা কাব্যের অর্থের অঙ্গ। কাব্যের একটা গুণ এই যে পড়া মাত্রই তাহা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করি। এই আত্মসমর্পণ নিছক অর্থের কাছে নহে; যে অর্থ সুর, তাল সমন্বিত হইয়া অভিব্যক্ত হয় তাহাই আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। কাব্য জোরে পড়িলে তাহা সহজে আমাদের মনের উপরে তাহার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে পারে। কোন পাঠককে কাব্য ও উপন্যাস পড়িতে দিলে তিনি সাধারণতঃ উপন্যাসই পড়িতে চাহেন, কিন্তু ইস্কুলে ও কলেজে দেখা যায় যে ছাত্রেরা কবিতার ক্লাশে অধিকতর মনোযোগ দেয়। ইহার অন্যতম কারণ এই যে শিক্ষক কবিতাটি জোরে পড়িলে উহা একটা সাময়িক মোহের সঞ্চার করে এবং তাহার দ্বারাই ছাত্রের মন সহজে আকৃষ্ট হয়। ইংরেজি কবিতার অর্থ প্রথমে হয়ত বুঝিতে একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু ছন্দের ঝঙ্কার অতি সহজেই তাহার স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং তাহাই অর্থবোধের পথও সুগম করিয়া দেয়।

কবিতা জোরে পড়া বাঞ্ছনীয় হইলেও শুধু জোরে পড়াও উচিত নহে। এখানেও দ্বৌ কর্ত্তব্যৌ। ছন্দের ঝঙ্কার

অর্থবোধের সহায়ক হইলেও শুধু তাহাকেই প্রাধান্য দিলে সম্পূর্ণ অর্থবোধের পথে বাধা সৃষ্টি হইবে। কাব্যপাঠ তখনই সার্থক হয় যখন কবি ও পাঠকের মধ্যে হৃদয়ের সম্মিতির সৃষ্টি হয়; এই হৃদয়ের সম্মিতির জন্য গভীর অন্তরঙ্গ উপলব্ধির প্রয়োজন এবং তাহা নীরব অনুভূতির বিষয়। যদি কেবল জোরে জোরে কবিতা পড়া যায় তাহা হইলে ছন্দের ঝঙ্কার এমন প্রাধান্য পাইবে যে অর্থের রহস্যে প্রবেশ করা একটু কঠিন হইবে। আমার মনে হয় প্রথমে কোন কবিতা দুই একবার জোরে পড়া উচিত। তাহাতে যে অনুরণনের সৃষ্টি হইবে তাহা পাঠকের চিত্তকে কবি-অভিমুখী করিয়া দিবে। তারপর নীরবে পড়িতে থাকিলে কাব্যের গুহাস্থিত অর্থের মহিমা ধীরে ধীরে বিকশিত হইবে এবং তাহারই সাহায্যে পাঠক ও কবির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক কবি ও পাঠককে সহৃদয় আখ্যা দিয়াছেন। পাঠক সহৃদয়ত্ব লাভ করেন পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে। এই রীতিতে কাব্য পাঠ করিলে কাব্যের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে তাহাই সহৃদয়ত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাণ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া কাব্যপাঠ বিষয়ক অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে। ইংরেজি কবিতা পড়িবার সময় বাংলা ছন্দ ও ইংরেজি ছন্দের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। বাংলা ছন্দে স্বরবর্ণের যে কারুকার্য্য আছে তাহা ইংরেজিতে নাই আবার ইংরেজিতে

syllable বা পদাংশের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বাংলায় নাই। বাংলা ছন্দের মাত্রা এবং ইংরেজি ছন্দের accent বিভিন্ন বস্তু। এই পার্থক্যের কথা মনে না রাখিলে আমরা ইংরেজি কবিতাকে সুর করিয়া বাংলা ঢঙে পড়িতে অগ্রসর হইব এবং তাহা হইলে ইংরেজি কবিতার ছন্দের তাল ও লয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। এই প্রসঙ্গ পূর্ব্বে একবার আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সুর করিয়া পড়ার প্রলোভন গদ্য অপেক্ষা পদ্যে প্রবলতর হইয়া থাকে বলিয়া এইখানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কাব্য কেমন করিয়া পড়িতে হইবে তাহার আলোচনা দীর্ঘ হইয়া গেল, যদিও ইহা অর্থগ্রহণপ্রসঙ্গের তুলনায় অপ্রধান। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কেমন করিয়া কাব্যের অর্থের নিগূঢ় শোভাকে গ্রহণ করিতে হইবে; সেইখানেই কাব্যের আসল রস।

কেমন করিয়া ইংরেজি কাব্যের তথা সকল দেশের কাব্যের রসোপলব্ধি করিতে হইবে সেই বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। একে আমার অযোগ্যতা অপরিসীম, তারপর এই বিষয়টিই অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। কাব্যের রস অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; ইহা রসিক জন গ্রহণ করিতে পারিলেও অপরের কাছে পরিবেশন করা কঠিন, কারণ ইহা একান্ত ব্যক্তিগত, নিজস্ব উপলব্ধির জিনিষ। সমালোচকের কাজ তবু সহজ, কারণ তিনি নিজের উপলব্ধির বিবরণ দিতে পারিলেই তাঁহার কাজ সমাপ্ত হইল। অপরে তাঁহার সঙ্গে সমানভাবে অনুভব

করুক, এই দায়িত্ব তাঁহার নহে। কিন্তু শিক্ষক বা উপদেষ্টাকে এই দুরূহ কাজটিই করিতে হয়। অতিশয় দ্বিধার সহিত আমি এই বিষয়ে প্রবিষ্ট হইতেছি।

এই বিষয়ে দুইটি অপচেষ্টার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া মূল আলোচনা আরম্ভ করিব। ইংরেজি আমাদের কাছে বিদেশী ভাষা; তাহার শব্দার্থ বা বাক্যার্থ গ্রহণ করাই কঠিন। সুতরাং আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় কবিতার শব্দের অর্থ, ব্যাকরণের কাঠিন্য, উল্লিখিত ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক কাহিনী বা তথ্য— ইংরেজি পরিভাষায় যাহাকে বলা যাইতে পারে word-meaning, syntax, philology, allusion—প্রভৃতির উপরে। এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কিত সরল ও দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিলে আমরা মনে করি আমাদের পঠন-পাঠন কাজটির সমাধান হইয়া গেল। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এই বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন; তাঁহারা Shakespeare পড়িতে গেলে বেশী করিয়া জোর দিতেন Abbott র grammarর উপর। শব্দের অর্থ বা বাক্যের অর্থ অথবা উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা—ইহাদিগকে জানিতে হইবে না আমি এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহারা কাব্যের অঙ্গ, অঙ্গী নহে। এই সব বিষয় জানিলে কাব্যবোধের বাধা দূর হইতে পারে, কিন্তু রসবোধের সঞ্চার হইবে না। অপর অপপ্রচেষ্টা হইল কবির দার্শনিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশের ব্যাখ্যানকে কাব্যের পঠন-পাঠন বলিয়া ভুল করা।

অপর মানুষের মত কবিও তাঁহার সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রতিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন সন্দেহ নাই। অপর লোকের মত তাঁহারও কতকগুলি মত অবশ্যই আছে কবির স্বষ্টিও অপার্থিব পদার্থ নহে। সুতরাং কবির স্বষ্টির সঙ্গে ইহাদের সম্পর্কও আছে। কিন্তু এইখানেও অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য ভুলিলে চলিবে না। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা এবং জার্ম্মান দার্শনিকদের দ্বারা ইংরেজি রোমাণ্টিক কবিরা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে বিপ্লবী ও দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কবি ছিলেন না। কাব্যের রস নিগূঢ় রহস্যে আবৃত থাকে। সুতরাং পাঠকের পক্ষে তাহার বহিরঙ্গ লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার প্রলোভন খুব বেশী যেহেতু এই সকল বহিরঙ্গগুলিকে সহজে আয়ত্ত করা যায়। এই প্রলোভন ইংরেজি কাব্যের আলোচনায় খুব প্রবলভাবে দেখা দেয়। ভাষার আপেক্ষিক অপরিচয় অমনিই একটা বাধার স্বষ্টি করে। সুতরাং দুরধিগম্য রসকে বাদ দিয়া রসের উপাদান বা পরিবেশে মনোনিবেশ করিলে পঠন-পাঠন সহজ হইয়া আসে।

কাব্যের মধ্যে প্রধান কথা হইতেছে তাহার কাব্যত্ব, তাহার রস, ইহাই কাব্যের আত্মা। কাব্যের পাঠক, সমালোচক ও অধ্যাপককে সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপকদের মধ্যে Quiller-Couch ইংরেজি কবিতার পঠন-পাঠন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন *On the Art of Reading* গ্রন্থে। কৌতূহলী পাঠক ঐ গ্রন্থের

৯০-৯৩ পৃষ্ঠা ও ২১৬-২১৮ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখিবেন। তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে উদ্ধার করা সম্ভব নহে এবং তাঁহার সঙ্গে সকল বিষয়ে আমি একমত নহি। তবে তাঁহার একটি মত হইতেছে এই যে কাব্য পড়িতে যাইয়া দেখিতে হইবে—**What is** অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে তথ্য আছে তাহা জানা দরকার হইলেও কাব্য জিনিষটি কি তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে কাব্যের ছাত্র হইবে *The Tempest*র **Ferdinand**র মত যে নূতন রাজ্যে যাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকের সঙ্গীত শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া ছিল। কাব্যের প্রাণ হইতেছে রস এবং সেই রস উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহা বলা সহজ। কিন্তু প্রশ্ন হইবে, সেই রসকে চিনিব কেমন করিয়া ?

উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে প্রত্যেক উপন্যাসকে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। কাব্য সম্পর্কে তাহা আরও বেশী প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি কবিতাকে সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাহার কোন একটি শব্দের অর্থ, উল্লিখিত কোন একটি ঘটনার খুঁটি তথ্যের অন্বেষণ অযথা প্রাধান্য পাইবে না। মোটামুটি অর্থ বুঝিলেই কাব্যরসের আস্বাদন আরম্ভ হইবে এবং রসের আস্বাদনই অন্যান্য শব্দের অর্থ বা তথ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলিবে। কাব্য পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তাহার সারাংশ যদি লিখিত হয়, প্রতিশব্দের সাহায্যে যদি তাহাকে রূপান্তরিত করা হয় তাহা হইলে তাহার

কাব্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কাব্যের রস তাহার বিষয়বস্তু হইতে পৃথক্; কাব্যের অর্থে এমন কিছু থাকে যাহা গদ্যের অর্থ হইতে অতিরিক্ত। এই পার্থক্য, এই অতিরিক্তত্বকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ ইহার মধ্যেই তাহার রস নিহিত থাকে। কথাটাকে একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাইতে পারে। Wordsworthর The Solitary Reaper একটি বিখ্যাত কবিতা। ইহার রচনা সম্পর্কে কবির ভগিনী Dorothy লিখিয়াছেন

"As we descended, the scene became more fertile, our way being pleasantly varied—through coppices or open fields, and passing through farm-houses, though always with an intermixture of uncultivated ground. It was harvest-time, and the fields were quietly—might I be allowed to say pensively?—enlivened by small companies of reapers. It is not uncommon in the more lonely parts of the Highlands to see a single person so employed. The following poem was suggested to William by a beautiful sentence in Thomas Wilkinson's *Tour in Scotland.*"

Wilkinsonর বাক্যটি এই—

"Passed a female who was reaping alone; she sang in Erse, as she bended over her sickle; the sweetest human voice I ever heard: her strains were tenderly melancholy, and felt delicious, long after they were heard no more."

এই বিবৃতির সঙ্গে Wordsworthর কবিতাটির তুলনা করা যাইতে পারে। কবিতাটি এই—

Behold her, single in the field,
    Yon solitary Highland Lass !
    Reaping and singing by herself ;
    Stop here, or gently pass !
Alone she cuts and binds the grain,
And sings a melancholy strain ;
O listen ! for the vale profound
Is overflowing with the sound.

No nightingale did ever chant
    More welcome notes to weary bands
Of travellers in some shady haunt
    Among Arabian sands :
A voice so thrilling ne'er was heard
In spring-time from the cuckoo-bird
Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides.

Will no one tell me what she sings ?
    Perhaps the plaintive numbers flow
For old, unhappy, far-off things,
    And battles long ago :
Or is it some more humble lay,
    Familiar matter of to-day ?
Some natural sorrow, loss, or pain,
    That has been, and may be again ?

Whate'er the theme, the maiden sang
    As if her song could have no ending ;

I saw her singing at her work,
And o'er the sickle bending;
I listen'd, motionless and still;
And, as I mounted up the hill,
The music in my heart I bore
Long after it was heard no more.

Dorothy Wordsworth ও Wilkinson যাহা লিখিয়াছেন তাহার সঙ্গে যদি Wordsworthর কবিতার তুলনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে কবি নূতন কোন তথ্য দেন নাই। Dorothy ও Wilkinsonর রচনায় কয়েকটি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। (১) মেয়েটি নির্জ্জন স্থানে একাকী তাঁহার কাজ করিতেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল। (২) সেই গান অতিশয় সুমধুর (৩) তাহা চতুর্দ্দিকে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছিল। (৪) গানের ভাষা ইংরেজি নহে, Erse বা Gaelic। (৫) গানের মধ্যে একটা শোকের ভাব ছিল। (৬) গান শেষ হইয়া যাওয়ার পর শ্রোতা তাহা অনেকদিন স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন ইহার প্রত্যেকটি কথা কবিতায় আছে এবং কবিতায় ইহার বেশী কিছু নাই। অথচ Wordsworthর করিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। Dorothy ও Wilkinsonর রচনা গদ্য। কবি গদ্যকে যে যে উপায়ে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে রহস্যময় হইলেও একেবারে বিশ্লেষণাতীত নহে। কবি যে যে উপায়ে রসের

সঞ্চার করিয়াছেন তাহা এইভাবে বিচার করা যাইতে পারে—

(১) Dorothy ও Wilkinson যে একাকিত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা তেমন স্পষ্ট হয় নাই। কবি এই একাকিত্বকে খুব বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

(২) সেই গান খুব মধুর হইয়া কানে প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল—ইহা Dorothy ও Wilkinsonও বলিয়াছিলেন, কিন্তু Wordsworth এই ভাবটিকে অতি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্যের মূলে আছে একটি রূপক—**the vale profound is overflowing with the sound**। মনে হয় গানের ঢেউ যেন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

(৩) গানের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি **nightingale** পাখী ও আরব দেশের মরুভূমির উল্লেখ করিয়া কাব্যের ভাবটিকে অপরূপ বিস্তৃতি দিয়াছেন। অথচ ইহা অসংলগ্ন নহে। যে একাকিত্বের কথা প্রথমেই আছে, আরব দেশের মরুভূমি এবং তাহার মধ্যে একটি **nightingale** পাখীর গান—এই উপমায় তাহা বিশেষ করিয়া প্রস্ফুট হইয়াছে। সুদূর **Hebrides** ও নিস্তব্ধ সমুদ্রের উপমাও এই ভাবটিকেই প্রকটিত করিতেছে।

(৪) কিন্তু উপরি-উল্লিখিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে কাব্যের আত্মাকে পাওয়া যাইবে না। মেয়েটির গানের মধ্যে একটি ব্যথাময় সুর ছিল। **Pensively, tenderly melancholy** প্রভৃতি শব্দে

পাওয়া যাইবে না। মেয়েটির গানের মধ্যে একটি ব্যথাময় সুর ছিল। pensively, tenderly melancholy প্রভৃতি শব্দে ইহার আভাস আছে। Wilkinson আরও বলিয়াছেন যে গানটি Erse ভাষায় রচিত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রোতা তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং কবির মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে—ইহার বিষয়বস্তু কি ? এই জিজ্ঞাসা তাঁহার অনুভূতিকে বিস্তৃতি ও গভীরতা দান করিয়াছে। ইহা কি দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী না অপর কিছু ? কবির মন দৈনন্দিনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে সুদূর অতীতে, গায়িকার স্বদেশের ব্যথাময় ঐতিহ্যে যেখানে বীরত্বের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে অবিচ্ছিন্ন পরাজয়ের কাহিনী। এমনি করিয়া কবি তাঁহার শোকানুভূতিকে করুণ রসে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই কবিতাটির অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সময় এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়াকে অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, দেখিতে হইবে কেমন করিয়া ভ্রমণকাহিনীর গদ্য বিবরণে কাব্যের রস সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—এই কবিতাটির একটি গদ্য সংস্করণ আছে। যদি তর্কের খাতিরে উপরি লিখিত বিশ্লেষণের উপকারিতা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে সকল কবিতার অনুরূপ গদ্য বিবরণ নাই, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া কাব্যের কাব্যত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে ; তাহাদের বিশ্লেষণ করিব কি উপায়ে ? একটু

বিচার করিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেক কবিতারই একটি গদ্য বিষয়বস্তু আছে যাহা সেই কবিতার মধ্যে নিহিত আছে; তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে কবিতায় যাহা যাহা আছে সেই গদ্য-রূপের মধ্যেও সেই সেই বস্তু আছে, শুধু কাব্যের রসটুকু নাই। যে কোন কাব্য সম্পর্কে এই জাতীয় আলোচনা করা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ Keatsর To Autumn (অথবা Ode to Autumn) কবিতাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে Dorothy Wordsworthর Wilkinsonর ভ্রমণকাহিনী জাতীয় কোন বা কিছু তুলনা করা যাইতে পারে না।

কবিতাটি এই—

Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run;
To bend with apples the moss'd cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease;
For summer has o'erbrimmed their clammy cells.

Who hath not seen thee oft amid thy store?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,

Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;
Or on a half-reap'd furrow sound asleep,
Drows'd with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers;
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook;
Or by a cider-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings, hours by hours.

Where are the songs of Spring? Aye, where are they?
Think not of them,—thou hast thy music too.
While barréd clouds bloom the soft-dying day
And touch the stubble-plains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;
Hedge-crickets sing, and now with treble soft
The redbreast whistles from a garden-croft
And gathering swallows twitter from the skies.

উপরি-উদ্ধৃত কবিতাটি ইংরেজি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্; ইহার মধ্যে উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভার পরিচয় আছে। অথচ কবিতাটির বিষয়বস্তু খুব সাধারণ। আমাদের দেশে শরৎ নবীন, কিন্তু বিলাতে এই ঋতুকে দেখা হয় প্রবীণতা, পরিপক্কতার প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে। এই কবিতাটিতে Keats শরতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন— গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল প্রভৃতিতে যে পরিপক্কতা দেখা

যায় কবি তাহার ফিরিস্তি দিয়াছেন। **Vines, gourd, hazel shells, furrow, granary, gleaner, cider press** প্রভৃতি শব্দে ফলভারে অবনত বৃক্ষ, পরিপক্ক শস্য এবং মদতৈরীর শেষ দৃশ্যের উল্লেখ আছে। শেষের স্তবকে পোকা ও পাখীর গানের যে বর্ণনা আছে তাহাও খুব সাধারণ রকমের। এই সব পদার্থে যে কাব্যসৌন্দর্য্য আছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মেষশাবকেরা যে চেঁচামেচি করে তাহার মধ্যে কাব্যের বাষ্পও নাই। কবিও যেন শুধু তালিকাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই এই সকল সুপরিচিত তুচ্ছ পদার্থের নাম করিতেছেন। লাউগাছে ফল পাকিয়াছে অথবা একজন চাষা বোঝা মাথায় করিয়া নদী পার হওয়ার সময় বোঝা ঠিক করিয়া মাথায় চাপিয়া ধরিতেছে, ছোট পোকা চিঁ চিঁ করিতেছে—ইহার মধ্যে শরতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, কিন্তু কবিত্ব কোথায়? অথচ এই গদ্যময় তালিকা যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য্য। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল তাহাই জিজ্ঞাসু পাঠকের অনুসন্ধানের বিষয়। সমস্ত শব্দের ঠিক অভিধানগত অর্থ না জানিলেও আমরা এই রূপান্তরের আভাস পাইতে পারি। এক দিকে রহিয়াছে একটি নীরস তালিকা যাহা গদ্যে মানানসই হয়, অপরদিকে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ কাব্য। কবি যে এই অসাধ্যসাধন করিতে পারিয়াছেন, প্রতিভার পরশপাথরের স্পর্শে গদ্য যে কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্যে

শরতের প্রাণবান্ স্বরূপ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। শরতের সেই আত্মা সুষুপ্ত কৃষক বা পরিপক্ক ফলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান। প্রকৃতির মধ্যে জীবন্ত আত্মার আরোপ অনেক কবি করিয়াছেন, প্রত্যেক কবির কাব্যে তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার ছাপ রহিয়াছে। Keatsর এই কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে বাহ্যপ্রকাশের চাপে প্রকৃতিদেবী আড়ালে পড়িয়া যান নাই, আবার দেবীর প্রাধান্যের জন্য নৈসর্গিক শোভা অস্পষ্ট হয় নাই। একটি অপরটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে, এমন কি যে সজীব দেবতা বাহিরের শোভার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার কোন নিজস্ব জাতি নাই; তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিব, না স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিব তাহাও বলিতে পারিনা, কারণ তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। শরতের বিচ্ছিন্ন বাহ্য প্রকাশের মধ্যে এই অন্তর্লীন দেবতা বা প্রাণবান্ স্বরূপের আবিষ্কারের জন্যই এই অতি সাধারণ তালিকা শ্রেষ্ঠ কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাব্যপাঠের সময় এই রূপান্তরীকরণের উপরে প্রথম দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কাব্যস্থিত সকল শব্দের অর্থ না জানিলেও ইহা বেশ বোঝা যাইতে পারে। অবশ্য সকল শব্দেরই একটি নিজস্ব মহিমা আছে এবং তাহা না জানা পর্য্যন্ত কাব্যের কাব্যত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এখানে শুধু পঠন-পাঠনের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি। আমার মনে হয় কতকগুলি শব্দের অর্থ জানিলেই কবিপ্রতিভার গতি নির্ণয় করা যাইতে পারে; কোন্ প্রক্রিয়ার

দ্বারা গন্তময় বিষয়বস্তু কাব্যে পরিণত হইতেছে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

এই আভাসটি পাওয়ার পর কবিতায় প্রত্যেকটি শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সম্ভব এবং তখনই সেই বিচার সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হইবে। আলোচ্য কবিতায় শব্দার্থের প্রতি অভিনিবেশ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ Keatsর কাব্যে শব্দ-সম্পদ্ অতুলনীয়। মূল বিষয়টি কেমন করিয়া উপযোগী শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে; তাহা হইলে **load and bless; o'erbrimm'd, clammy cells, half-reap'd** প্রভৃতি সুপরিচিত শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইবে। বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে Keatsর বিশেষণ প্রয়োগের উপর **soft-lifted, barred clouds, soft dying** প্রভৃতি শব্দের চয়ন করিয়া Keats শরতের মহিমা বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; সুতরাং তাহাদের ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পাঠের সময় সবগুলি শব্দের অর্থ না জানিলেও ক্ষতি নাই। প্রথমে কাব্যের স্থায়ী ভাবের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে; তজ্জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান শব্দ জানা থাকা দরকার। তার পর স্থায়ী ভাবটির সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেলে অজ্ঞাত, অর্দ্ধজ্ঞাত শব্দের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে প্রত্যেকটি শব্দের একটি খণ্ড মহিমা তো আছেই, আবার প্রত্যেকটি শব্দই মূল ভাবটিকে সঞ্জীবিত করিতেছে।

এই গ্রন্থের বিষয় সাহিত্যের পঠন-পাঠন-রীতি—সাহিত্যের সমালোচনা নয়। তবু প্রসঙ্গক্রমে দুইটি কবিতার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল; বিচার দীর্ঘ হইয়া যাইবে মনে করিয়া পৃথক্ পৃথক্ শব্দের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই নাই; ইহাদের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে শুধু তাহার প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছি। উপরে কবিতা দুইটির যে বিশ্লেষণ দেওয়া হইল তাহা অনেকে গ্রহণ করিতে না পারেন, কবিতা দুইটির অনেক দিকের আলোচনা করা হয় নাই; যে ভাবে ইহাদের ব্যাখ্যা করা হইল তাহাও হয়ত অভ্রান্ত নহে। কিন্তু এই দুইটি ব্যাখ্যা গ্রাহ্য না হইলেও, আমার মূল বক্তব্যের হানি হয় না। আলোচনা অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া সেই বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া দিতেছি—

(১) কাব্যপাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে মুখ্য রসের প্রতি; অন্য সব কিছু অঙ্গমাত্র। কেমন করিয়া কবির প্রতিভা রসহীন বিষয়বস্তুকে সরসতা দান করে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহার জন্য সকল শব্দের অর্থ, allusion, reference প্রভৃতি জানার প্রয়োজন হয় না।

(২) প্রতিভার মূল সূত্রটি আয়ত্ত করার পর কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি উক্তি কেমন করিয়া প্রতিভার সহায়ক হইয়াছে এবং মূল ভাবটিকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহা দেখিতে হইবে।

(৩) কবির প্রতিবেশ ও তাঁহার দার্শনিক চিন্তা কাব্যের অঙ্গ; অঙ্গী নহে।

(৪) প্রত্যেক কবিতাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে

(৭)

ইংরেজি সাহিত্যের পঠন-পাঠন বিষয়ে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন—তাহা হইতেছে বাইবেল পাঠের উপযোগিতা। অধিকাংশ লেখকেরা স্বীকার করেন যে বাইবেল ইংরেজি সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে ছন্দ বা মিল না থাকিলেও ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। অনেকে বলেন যে ভাব ও ভাষার সম্পদে Authorised Versionর সঙ্গে তুলনা হইতে পারে শুধু Shakespeareর নাটকের। Authorised Version এ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণ আছে ইহা অনস্বীকার্য্য। আর একদিক দিয়া বিচার করিলেও Authorised Version অবশ্যপাঠ্য। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে অনুবাদ অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য। ইহা মূলের সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, ইহার কোন নিজস্ব মহিমা নাই। Authorised Version পড়িলে বোঝা যায় শুধু অনুবাদ কত সমৃদ্ধ হইতে পারে। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ, তারপর অনুবাদ মাত্র; কিন্তু তবু সাহিত্য হিসাবে ইহাকে Shakespeareর নাটকের সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইহা পড়ান হইত না, আজকাল হয় কিনা বলিতে পারি না।

তবে অনেকে ইহাকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে চাহেন। সেখান-কার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচিশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া বাইবেল পড়ান হইতেছে এবং পঁচিশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। সম্প্রতি বি-এর পাঠ্যতালিকা হইতে বাইবেল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আই-এতে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে **Bible Selections** বাহির করিয়াছে তাহার স্বপক্ষে শুধু একটি কথা বলা যায় যে ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সঙ্কলয়িতাদের অর্থাগম হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন ঐরূপ নিকৃষ্ট সঙ্কলনই শিক্ষা ও ছাত্র সমাজকে বাইবেল পাঠে বিমুখ করিয়াছে। আমি ইঁহাদের সঙ্গে একমত নহি। ছাত্রহিসাবে বাইবেল পড়িয়া এবং শিক্ষকহিসাবে বাইবেল পড়াইয়া আমার মনে হইয়াছে যে ইহা আমাদের পক্ষে অনুপযোগী। **Authorised Version**র রচনা নৈপুণ্য অনন্য-সাধারণ, কিন্তু তাহার রচনারীতি আধুনিক রচনারীতি নহে। তারপর বাইবেলের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংযোগ নাই; তরুণ যুবক বিদেশীর ধর্ম্ম পুস্তককে অশ্রদ্ধা না করিলেও শিরোধার্য্য করিতে চাহেনা। যে বিষয়ের প্রতি আমরা আগ্রহশীল নহি তাহার রচনামাধুর্য্য আমাদিগকে সহজে আকৃষ্ট করিতে পারে না। যে সময়ে আমরা ইস্কুল, কলেজে পড়ি তখন আমরা অন্ততঃ আমাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি ভাষাই আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সেই অবস্থায় নিছক রচনামাধুর্য্যের জন্য সাড়ে তিনশত

বৎসর আগেকার লেখা একখানা বই পড়িতে আমাদের উৎসাহ হয় না এবং উহা পড়িয়া ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি কাহার কতটা হইয়াছে জানিনা, ছাত্রসমাজের রসবোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে বা তাহারা রচনা-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে এমন মনে করি না।

যাঁহারা বাইবেল পড়াইয়াছেন তাঁহারা এই সকল অসুবিধা দেখিয়া সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। বাইবেলের কোন্ শব্দের কি অর্থ, কোন্ বাক্যের কি তাৎপর্য্য ইহা লইয়া বহু টীকাটিপ্পনী আছে। একবার একটা সমস্যা তুলিতে পারিলে ছাত্রদের মন সেইদিকে সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং সেই সকল সমস্যার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের দোষ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল ছাত্রদের ভাষার উপর অধিকার দৃঢ় হয় নাই, সাহিত্যিক বোধ জাগ্রত হয় নাই তাহারা শুধু রচনাশিল্পের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিবার জন্য কোন গ্রন্থ পড়িবে এইরূপ আশা করা যায় না। বিষয়বস্তুরও কোন নিজস্ব আকর্ষণ নাই। সুতরাং শিক্ষকগণ সমস্যা তুলিয়া আলোচনায় প্রবিষ্ট হয়েন। এখানে ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকেরও আদর্শচ্যুতি হইয়াছে—এইরূপ দেখিয়াছি। আমার মনে হয় বাইবেল পড়ার চেষ্টা আমাদের দেশে ব্যর্থ হইয়াছে—এই বিষয়ে বিগত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস শক্তির অপচয়েরই সাক্ষ্য দান করে। ইংরেজি গদ্যসংকলন গ্রন্থে বাইবেলের কোন একটি অংশ সন্নিবিষ্ট হইলে ছাত্রেরা বাইবেলের রচনামাধুর্য্যের

পরিচয় পাইতে পারে এইরূপ মত কেহ কেহ পোষণ করেন, কিন্তু আমি ইহারও পক্ষপাতী নহি। যাহারা ইংরেজি অনার্স বা এম্-এ পড়ে তাহারা ইংরেজি গদ্য ও পদ্যের রচনাশৈলীর ক্রমবিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করার সময় **Authorised Version**র প্রভাবের সঙ্গে পরিচিত হইবে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু করার প্রয়োজন দেখি না।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। মুখবন্ধে ইংরেজির পাঠককে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল যদিও ইহাও স্বীকার করা হইয়াছিল যে ইহাদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ নাই। প্রথম শ্রেণীর পাঠকেরা ইংরেজি শিখেন ব্যবহারিক প্রয়োজনে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা ইংরেজি সাহিত্যের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিতে চাহেন। মোটামুটিভাবে ইংরেজি শিখিলে কিছু কিছু রসাস্বাদন করা যাইতে পারে এবং মোটামুটিভাবে ইংরেজি না শিখিলে সাহিত্যের আস্বাদন সম্ভব নহে। তবু ইহা বলা প্রয়োজন যে বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে প্রথম শ্রেণীর পাঠককে লক্ষ্য করিয়া এবং তৃতীয় প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকের উদ্দেশ্যে।

সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বশেষে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা যত বেশী পড়ি আর যত বেশী জানিনা কেন, সাহিত্যের ছাত্রের প্রধান লক্ষ্য হইল—পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও পরিমার্জ্জিত রুচি।

চতুর্থ প্রস্তাব—পাঠ্যতালিকা

(১)

এই পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রের উল্লেখ থাকিলেও যে কোন বিদ্যার্থীর পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য। এইবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার একটু আলোচনা করা দরকার। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে ইংরেজি পড়িতে আমাদের অধিকাংশ ছাত্র যে সময় ও শক্তি ব্যয় করে তাহার অনেকটাই নিরর্থক। প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষার একটি আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক বিষয় থাকিবে যাহাতে ইংরেজি রচনার পরীক্ষা হইবে; তাহার জন্য যদি কিছু ইংরেজি বই পড়িতে হয় পড়ান যাইতে পারে। তজ্জন্য গদ্যই যথেষ্ট, পদ্য পড়িবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। যাহারা ইংরেজি সাহিত্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহে তাহাদের জন্য তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতির মত একটি পৃথক্ বিষয় থাকিতে পারে—ইংরেজি সাহিত্য। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আর একটি যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। আমাদের ছাত্রদের পক্ষে বাঙ্গালা আবশ্যিক; প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহাদিগকে আর একটি ভাষাও শিক্ষা করিতে হয়—সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দ্দু প্রভৃতির একটি। আই-এ, বি-এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও অনেকে এই সকল বিষয়ের একটি পড়িয়া থাকে। তদুপরি

তাহারা ইংরেজি পড়ে। সুতরাং ছাত্রদের অনেকেই তিনটি ভাষা অধ্যয়ন করে; এইভাবে তাহাদের শিক্ষা অতিশয় সাহিত্য ঘেঁষা হইয়া পড়ে। সংস্কৃত, আরবি প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ আছে; ইহারা অবর্জ্জনীয়। সুতরাং ইংরেজিকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া ছাত্রদের সঙ্গে অপরাপর বিষয়ের পরিচয় করাইয়া দেওয়া উচিত।

এই প্রস্তাব অসঙ্গত এমন কথা বলিতেছি না। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজিকে এতটা সঙ্কুচিত করা সম্ভব হইবে না। ইংরেজি শিক্ষার স্বপক্ষে একটি যুক্তিও আছে। মাতৃভাষা আমরা শিখি অবলীলাক্রমে; সুতরাং ইহার ব্যবহারে আমরা যথেস্ট সংযম অভ্যাস করি না। আমরা শব্দ প্রয়োগে একটু অসতর্ক হইতে পারি এবং আমাদের বাক্যবিন্যাস শ্লথ হইতে পারে। আরবি, ফারসির কথা জানি না সংস্কৃত আমাদের দেশী ভাষা, বাঙ্গালার সঙ্গে তাহার নিবিড় সম্পর্ক; সুতরাং তাহার চর্চ্চা ফলপ্রসূ হইলেও যে শিথিলতা ও অসতর্কতার কথা এখানে উল্লিখিত হইল তাহা সংস্কৃতচর্চ্চায় ধরা পড়িবে না। ইংরেজির মত একটি বিদেশী ভাষার চর্চ্চায় একটি দূরত্ববোধের সঞ্চার হয়। বিদেশী ভাষা যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে তাহার একটা উপকারিতাও আছে। কেমন করিয়া বাক্য রচিত হয়, বাক্যের মধ্যে কোন্ অংশের কি উপযোগিতা, কোন্ শব্দের দ্বারা কোন্ অর্থ অভিহিত হইয়াছে, কোন্ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে—ইহা অতি সাবধানতার সহিত আয়ত্ত করিতে

হয়, ভাষার শাসন অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই দিক দিয়া এইভাবে বিচার করিলে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চ্চা কেমন করিয়া ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যের রসবোধকে পরিপুষ্ট করে তাহা বোঝা যাইবে। তারপর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সজাব ; ইহার সাহিত্য ভাণ্ডার প্রতিদিন নূতন চিন্তা, নূতন কল্পনার দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। সংস্কৃত, আরবি, ও ফারসি প্রভৃতি সম্পর্কে এই কথা বলা যায় না।

বিজ্ঞানের ছাত্রেরা কতটুকু ইংরেজি পড়িবে ইহা লইয়া মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, যাহারা আই-এস্-সি পড়ে তাহাদিগকে বেশী ইংরেজি পড়িতে বাধ্য করা উচিত নহে। তাহাদিগকে ইংরেজি রচনা শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট। সুতরাং আই-এ ও আই-এস্-সি'র পাঠ্যতালিকা বিভিন্ন হওয়া উচিত। বোধ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন বিজ্ঞানের ছাত্রেরা ইংরেজি এত কম শিখে যে তাহাদিগকে আরও একটু ইংরেজি পড়াইতে বাধ্য করা উচিত এবং বি-এস্-সির ছাত্রদের জন্য ইংরেজি রচনার এক পত্র প্রবর্ত্তন করা উচিত। আমার মনে হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে পথ অনুসৃত হইতেছে তাহাই যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ আমাদের ইণ্টারমিডিয়েটে যতটুকু ইংরেজি পড়া হয় তাহা সকলেরই পড়া উচিত এবং তাহা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে বি-এস্-সি পর্য্যন্ত ইংরেজিকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার কোন সার্থকতা নাই। এই যুক্তি মানিয়া লইয়া আমি নিম্নে

পাঠ্যতালিকার একটি খস্‌ড়া দিতেছি। এই খসড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকার কাঠামোটাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং মাঝে মাঝে যে সকল টিপ্পনীর সংযোজন করিয়াছি তাহাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তককে লক্ষ্য করিয়া। তবু আমার বিশ্বাস এই জাতীয় পাঠ্যতালিকা যে কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবলম্বিত হইতে পারে। আজকাল সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ও পরীক্ষার মধ্যে একটা সমতা আনয়ন করার চেষ্টা হইতেছে। এই জাতীয় পাঠ্যতালিকার যৌক্তিকতা অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।—

(২)

প্রবেশিকা পরীক্ষা		সংখ্যা
প্রথম পত্র—(ক)	একখানি গদ্যপদ্যমিশ্রিত পাঠ্যপুস্তক—	৫০
(খ)	Substance বা সারাংশ-সংকলন—	২০
(গ)	ব্যাকরণ—	৩০
		১০০

ব্যাকরণের প্রশ্ন থাকিবে শুধু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে :—

(১) ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম—

(২) বাক্য বিশ্লেষণ ও বাক্য সংযোজন—(analysis ও synthesis)

(৩) প্রত্যক্ষ পরোক্ষউক্তি রচনা—(Direct ও Indirect Narration)

(৪) ছেদ ও যতিশিক্ষা—(Punctuation)

দ্বিতীয় পত্র—(ক) দ্রুত পাঠের জন্য দুইখানি পুস্তক— ৫০
এখানে মৌলিক রচনা জাতীয় প্রশ্ন দিতে হইবে।

(খ) অনুবাদ— ৫০

পাশ করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ ৮০ সংখ্যা পাইতে হইবে। দ্বিতীয় পত্রে ৪০ পাইলে, দুই পত্রে মিলিয়া ৭২ রাখিলেও চলিবে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

প্রথম পত্র—(ক) একখানি কাব্যগ্রন্থ— ৮০
(খ) ছন্দ ও অলঙ্কার— ২০

১০০

দ্বিতীয় পত্র—(ক) একখানি গদ্যগ্রন্থ— ৬০
(খ) একখানি ছোট নাটক— ২০
(গ) সারাংশ সংকলন বা অনুবাদ— ২০

১০০

তৃতীয় পত্র—(ক) দুইখানি দ্রুত পাঠের জন্য পুস্তক— ৬০
এখানে মৌলিক রচনাজাতীয় প্রশ্ন দিতে হইবে।
(খ) মৌলিক রচনা— ৪০

১০০

পাশ করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে তৃতীয় পত্রে অন্ততঃ ৩৩ পাইতে হইবে।

বি-এ পরীক্ষা

		সংখ্যা
প্রথম পত্র—(ক)	Shakespeareর একখানি নাটক	৬০
(খ)	একখানি আধুনিক নাটক	
(গ)	একখানি কবিতাগ্রন্থ	৪০
দ্বিতীয় পত্র—(ক)	একখানি উপন্যাস	৮০
(খ)	একখানি গদ্যছন্দ	
(গ)	সারাংশ সংকলন	২০

গদ্যছন্দ কিরূপ হইবে এই বিষয়ে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। একখানি বই পড়িতে হইলে তাহা প্রবন্ধ-সমষ্টি হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু সেই প্রবন্ধ-সমষ্টিতে ইংরেজি সাহিত্যের ভাবধারা বা কোন একটি দিকের ক্রমবিবর্ত্তনের পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বইখানি (A Book of Essays) পড়ান হয় তাহাতে ক্রমিকতার পরিচয় পাই না। যে ভাবে এই বইটি সংকলিত হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট অভিনিবেশের পরিচয় দেয় না। একজন নির্ব্বাচক ছিলেন Shakespeare ও Cervantesর পক্ষপাতী, তিনি নির্ব্বাচন করিলেন Radfordর

Falstaff ও Raleigha *Don Quixote*। দ্বিতীয় নির্ব্বাচক ছিলেন Lacfadio Hearna ভক্ত; তাই তিনি যোগ করিলেন *The Genius of Japanese Civilisation*। তৃতীয় নির্ব্বাচক বলিলেন, আধুনিক কালের ছেলেরা Gibbon পড়ে না; ইহা অন্যায়। চলিয়া আসিল, Gibbon। দ্বিতীয় সংস্করণ রচনা করিবার সময় আর একজন নির্ব্বাচক আসিলেন যিনি খুবই আধুনিক; তিনি যোগ করিলেন, Aldous Huxley ও Virgina Wrolf। ইহারা সবাই সুপণ্ডিত; যে সব রচনা সন্নিবেশ করিলেন, তাহাদের অধিকাংশই সুপাঠ্য; কিন্তু এইভাবে ইংরেজি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একখানা বই নির্ব্বাচন করা উচিত যাহা পড়িলে ছাত্রগণ অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত গদ্যের যে ধারা প্রচলিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে পরিচিত হয়।

তৃতীয় পত্র—(১)	মৌলিক রচনা	৫০
(২)	সাহিত্যতত্ত্ব বা Principles of Criticism	৫০
		১০০

পাশ করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে তৃতীয় পত্রে অন্ততঃ ৩০ পাইতে হইবে।

(১) বি-এ পরীক্ষার্থী কোন আশ্রয় ব্যতিরেকে নিজেই মৌলিক রচনা লিখিতে পারিবে এইরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তাহার সাহিত্যের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছে, কাজেই সে

নিজেই দ্রুত পাঠের জন্য বইও নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। সুতরাং বি-এতে দ্রুত পাঠের জন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম না।

(২) Principles of criticism বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু পড়িতে হইবে বলিয়া তৃতীয় পত্রের পাঠ্যতালিকা একটু হালকা করিয়া দেওয়া গেল।

বি-এ অনার্স পরীক্ষা

প্রথম পত্র—Shakespearর ৫খানি নাটক।

দ্বিতীয় পত্র --Elizabethর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যেসকল নাটক লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে ৪ খানি নির্ব্বাচিত নাটক।

তৃতীয় পত্র—অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে ৪ খানি নির্ব্বাচিত গ্রন্থ।

(ক) একখানি গোটা বই।

(খ) একখানি সংকলন গ্রন্থ। ইহা এমন ভাবে নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে ইংরেজি গদ্যের কোন একটা দিকের ক্রমবিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

(গ) দুইজন ঔপন্যাসিকের লিখিত দুইখানি উপন্যাস।

চতুর্থ পত্র—Elezabethর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সকল কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত তিনটি গ্রন্থ

(ক) দুইটি কবির কবিতা (খ) একখানি সংকলন গ্রন্থ	৮০
(গ) পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কবিতার সার সংকলন	২০
	১০০

বিংশ শতাব্দীর কবিতা অতিশয় দুরূহ বলিয়া বি-এ পরীক্ষার জন্য তাহা নির্ব্বাচন করা সঙ্গত হইবে না।

পঞ্চম পত্র—(ক) ভাষাতত্ত্ব—	৩০
(খ) মৌলিক রচনা—	৫০
(গ) সারাংশ সংকলন –	২০
	১০০

ষষ্ঠ পত্র—(ক) Principles of Criticism বা সাহিত্যতত্ত্ব—	৫০
(খ) চারটি গ্রন্থকারের নাম করিয়া দেওয়া হইবে তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি	৫০

এই শেষোক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে একটি গ্রন্থকারকে ভাল করিয়া পড়িলে ছাত্রদের গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইবে।

অনার্সের পাঠ্যতালিকার যে খসড়া দেওয়া হলে তাহা অধুনা প্রচলিত পাঠ্য হইতে হয়ত একটু কঠিন। অনার্সের পাঠ্য-তালিকা একটু কঠিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকায়

প্রথম দুই পত্রে পাশ কোর্সে ও অনার্স কোর্সের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।

উপরি লিখিত পাঠ্যতালিকায় অনার্সকে পাশ কোর্স হইতে একেবারে পৃথক করা হইয়াছে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান কাঠামো ঠিক রাখিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনের যৌক্তিকতা বিচার করা যাইতে পারে—

চতুর্থ পত্র—(ক) Shekespearer ২খানি নাটক— ৫০

(খ) সারাংশ সংকলন— ২০

(গ) ভাষাতত্ত্ব— ৩০

পঞ্চম পত্র—(ক) কোন নির্ব্বাচিত যুগের দুইখানি কাব্য গ্রন্থ।

(খ) একখানি সংকলন কাব্য গ্রন্থ।

ষষ্ঠ পত্র—(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য হইতে দুইখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। একখানি গোটা বই, আর একখানি সংকলন।

(খ) একখানি উপন্যাস

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উভয় ব্যবস্থাতেই ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকে বর্জ্জন করিয়াছি। ইহা পড়া উচিত কিনা, পড়িয়া কি উপকার হয় সেই বিতর্কে এখানে প্রবেশ চাহি না। আমার বক্তব্য এই যে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই শাস্ত্রটি পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কোন অধ্যাপক যদি দাবী করেন তিনি ইহা সুচারু-রূপে পড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন তাহা হইলে আমি মনে করিব

হয় তিনি মহাপুরুষ না হয় তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছেন। এই বিষয়ের প্রশ্নপত্রের যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ধীরে ধীরে পরীক্ষকদের উদ্দেশ্যের মধ্যেও নানারূপ পরিবর্তন হইয়াছে। কখনও কখনও দেখা যায় পরীক্ষকেরা শুধু গ্রন্থকারের নাম ও বইয়ের নাম জানিতে চাহিয়াছেন, কখনও কখনও দেখা যায় তাঁহারা বিশেষ ঐতিহাসিকের মতের সারাংশ চাহিতেছেন, কখনও কখনও সাহিত্যের movement বা প্রগতির প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও যে খুব স্বস্তি বোধ করিয়াছেন এমন মনে হয় না। ছাত্রদের কথা বাদই দিলাম। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ পড়িবার উপকারিতা আছে কিনা জানি না। ইহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া ইহার চর্চ্চা করিয়াও আমরা ইহাকে ঠিক আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং আর অর্দ্ধশতাব্দী কালের জন্য ইহাকে বর্জ্জন করিয়া দেখা মন্দ নহে।

এম্-এ পরীক্ষা

প্রথম পত্র—(ক)	Anglo-Saxon—	৫০
(খ)	ভাষাতত্ত্ব	৫০
দ্বিতীয় পত্র—(ক)	Chaucer—	৫০
(খ)	Middle English—	৫০

তৃতীয় পত্র—(ক) Shakespeareর
দুইখানিক নাটক— ৫০
(খ) অপর দুখানিক নাটক— ৫০

চতুর্থ পত্র—Spenser হইতে Milton পর্য্যন্ত কবিতা।
(ক) Spenserর একখানি কবিতার বই এবং তাঁহার সমসাময়িকদের একখানি বই— ৫০
(খ) Miltonর একখানি বই এবং তাঁহার সমসাময়িকদের একখানা বই— ৫০

পঞ্চম পত্র—অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য ও পদ্য—
(ক) দুইখানি কবিতার বই; তন্মধ্যে একখানি সংকলনগ্রন্থ হইতে পারে। ৫০
(খ) তিনখানি গদ্যগ্রন্থ; তন্মধ্যে একখানি উপন্যাস— ৫০

ষষ্ঠ পত্র—উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর পদ্য।
(ক) Romantic যুগ— ৫০
(খ) পরবর্ত্তী যুগ— ৫০
এই পত্রে চারখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইবে; তন্মধ্যে দুইখানির অধিক সংকলন গ্রন্থ থাকিবে না।

সপ্তম পত্র—উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর গদ্য—
(ক) উপন্যাস-সাহিত্য— ৫০
(খ) গদ্য-সাহিত্য— ৫০

অষ্টম পত্র—সাহিত্য-তত্ত্ব—
এই বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ নির্ব্বাচিত থাকিবে। কিন্তু প্রশ্ন

থাকিবে দুইটি প্রবন্ধ রচনা। এই বিষয়ে পরীক্ষার্থীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সুতরাং পাঠ্য-পুস্তকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তন্মধ্যে পরীক্ষার্থীকে দুইটি বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। এম্-এ পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছুক। অপরাপর বিষয়ে রচনা লিখিবার সামর্থ্য তাহার আছে কিনা তাহা এইক্ষেত্রে অবান্তর। সুতরাং বর্ত্তমান কালের রচনাপত্রকে প্রস্তাবিত উপায়ে পরিবর্ত্তিত করা উচিত।

যদি কোন পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ পেশ করে তবে তাহাকে যে কোন দুই পত্রের পরীক্ষা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও অষ্টম পত্র বাদ দেওয়া যাইবে না।

উপরে এম্-এ পরীক্ষায় যে পাঠ্যতালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট অংশ বাদ পড়িয়া গেল। কোন পাঠ্য-তালিকার মধ্যেই সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের সন্নিবেশ সম্ভব নহে। যে সমস্ত অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজি গদ্য-সাহিত্য। যদি Bacon, Browne, Bunyan প্রভৃতির রচনা অবশ্য পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তৃতীয় পত্রের (খ) অংশে "অপর দুইখানি নাটকের" পরিবর্ত্তে এই গদ্যসাহিত্যের সংযোজন করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পত্রে দুই একখানা নাটক পাঠ্য করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট—প্রশ্নমালা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কিরূপ প্রশ্ন নির্ব্বাচন করা উচিত তাহা বুঝাইতে হইলে শুধু যুক্তির অবতারণা করিলে চলিবে না, প্রশ্নের নমুনা দেওয়া দরকার। এতদুদ্দেশ্যে আমি কতকগুলি প্রশ্ন সংকলন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম। বিষয়টি যাহাতে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ না হইয়া পড়ে সেইজন্য শুধু কবিতার—এবং কতকগুলি সুপরিচিত এবং পাঠ্যতালিকা ভুক্ত কবিতার—সম্পর্কেই প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হইল। প্রশ্নগুলি আমি স্বয়ং রচনা করি নাই, কোন একখানি গ্রন্থ হইতেও সংগ্রহ করি নাই। *Teaching Poetry* (The Society For Teachers of English—England), *Studies in The Appreciation Of Literature* (Cahill-The Educational Company of Ireland), *College English* (Aydelcotte—Indiana Universitiy, America)—এই তিনখানি বই হইতেই অধিকাংশ প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিয়াছি। সবগুলি প্রশ্নই সকলের কাছে ভাল লাগিবে এইরূপ আশা করা যায় না ; আমার কাছে সবগুলি প্রশ্ন সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। আমার বক্তব্য এই যে এই জাতীয় প্রশ্ন ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহাদের উত্তর দিতে হইলে পরীক্ষার্থীকে একটু চিন্তা করিয়া লিখিতে হইবে। দুই একটি প্রশ্ন একটু দুরূহ বলিয়া

মনে হইতে পারে ; কিন্তু উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই জাতীয় একটু সহজ প্রশ্ন রচনা করা কঠিন হইবে না।

যাঁহারা দ্রুতপাঠের বইয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন দেন, তাঁহারা তারকা চিহ্নিত প্রশ্নগুলি বিচার করিয়া দেখিবেন।

SHAKESPEARE

1. Comedy : History : Tragedy :
Discuss how far this classification of Shakespeare's dramas is applicable to *Julius Caesar*.

2. Compare a modern tragedy with one of Shakespear's.

3. Why does Hamlet ask Horatio to live and report his cause aright ? Do you think Horatio will be able to do it ?

4. Is the mechanic's play in *A Mid-Summer Night's Dream* a tragedy or not ?

5. Does *Milestones* or *As You Like It* better illustrate Sidney's definition, " Comedy is an illustration of the common errors of our life."

MILTON

6. What is there in Milton's sonnets to justify Wordsworth's sonnet on Milton ?

7. What does the Chorus mean by saying that Samson's fate is "mirror of our fickle state"?

POPE

8. What does Pope mean by art following nature?

9. Explain the difference in the points of view represented by "The World is too much with us," and "The proper study of mankind is man."

THE DESERTED VILLAGE (Goldsmith)

*10. Write an account of life in an Indian village. Compare notes with Goldsmith.

11. Comment on the following epithets:—the decent Church, the never-failing brook, the busy mill, the hollow-sounding bittern.

WORDSWORTH, COLERIDGE, SHELLEY AND KEATS.

12. Think out a definition of romanticism and show it is applicable to the following poems:

To the Daffodils, Christabel, Ode to the West Wind and Isabella.

13.* Remark on the different "atmospheres" in the following lines in *Kubla-Khan*:

(*a*) A savage place ! as holy and enchanted
As e'er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon lover !

(*b*) A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw !
It was an Abyssinian maid
And on the dulcimer she played
Singing of Mount Abora.

What unifying connexion permits these different " atmospheres " in the same poem.

14. Contrast the " setting " of Wordsworth's Skylark in " a privacy of light " and of Shelley's as " a poet hidden in the light of thought " to the setting of " But here there is no light................become a sod " (*Ode To A Nightingale*).

15. Try by expanding the idea in words of your own to show the wealth of meaning in Wordsworth's " Pilgrim " and Shelley's " Scorner ".

16. What are the two main themes suggested in the first stanza of Keat's *Ode To Autumn*.

17. What general effect is produced by the following words used of autumn—sitting careless ; sound asleep ; dost keep Steady thy laden head ; with patient look.

18. Discuss the appropriateness of the descriptive adjectives employed in *Ode To Autumn*.

19. Work out the interplay of unity and contrast in *La Belle Dame Sans Merci*.

20. What is the leading idea in *On First Looking*

Into Chapman's Homer? Show the appropriateness of the following words and phrases:—"travell'd realms, states, kingdoms, islands in fealty to Apollo, wide demesne, ruled.

*21. Thinking of *On First Looking Into Chapman's Homer*, write an essay on :

(*a*) The book that thrilled you at first reading.

(*b*) Your first visit to........ ....

TENNYSON (Ulysses)

*22. Taking as a text, "He works his work, I mine," write a monologue in which Telemachus defends the nobility of his outlook on life as compared with that of Ulysses.

BROWNING (The Patriot)

*23. Thinking of Browning's poem *The Patriot*, write an essay on the *Triumph of Failure*.

WALTER DE LA MARE (The Listener)

24. What are the two different worlds suggested by the poem.

25. How is the world of Phantom listeners made mysterious?

26. How is the world from which the Traveller comes made solid?

27. Why is the Traveller given no name?

Why is there so little description in this poem?

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১। The Art of Bernard Shaw

২। Sarat Chandra : Man and Artist

৩। Shakespearearean Comedy (In the Press)

৪। বঙ্কিমচন্দ্র

৫। রবীন্দ্রনাথ

৬। শরৎচন্দ্র